মাসিক

MONTHLY SARALPATH

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতারাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।
– আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৭ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা

রজব-শাবান : ১৪৪০

এপ্রিল : ২০১৯



Sheikh Zayed Grand Mosque-Abu Dhabi

7th Years, Edition No. - 11, April - 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৭ম বর্ষ ঃ ১১ শ সংখ্যা
রজব-শাবান ঃ ১৪৪০ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ঃ ১৪২৫-২৬ বাংলা
এপ্রিল ঃ ২০১৯ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.masiksaralpath.com

☆☆ *প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।*

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

মুসলিম নিধনের নেপথ্যে ঃ ইসলামোফোবিয়া

নিউজিল্যাণ্ড ছোট-বড় দ্বীপে ঘেরা অপরূপ সাজে সজ্জিত ছবির মত বাঁধানো নান্দনিক একটি দেশ। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ দেশে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের বসবাস। শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে নিউজিল্যাণ্ড। চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি সেদেশে নেই বললে চলে। বিগত বছরের তথ্য অনুযায়ী মাত্র ৩৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে দেশটিতে। এছাড়া গত একদশকে গুলি করে খুনের সংখ্যা মাত্র নয়জন। সেটাও ঘটেছে ২০০৯ সালে পারিবারিক বিবাদের কারণে। দেশটির শাসক একজন ৩৮ বছরের মহিলা, নাম জেসিন্ডা আর্ডেন। এমনই একটি শান্তিপূর্ণ দেশে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেদেশের হেগলে পার্কের ক্রাইস্টচার্চের সাউথ আইসল্যাণ্ডের মাসজিদ আন্ নূরে গত ১৫.০৩.২০১৯ তারিখে জুমআর স্বলাত রত অবস্থায় নির্বিবাদে, নির্বিচারে পুলিশী পোশাক পরিহিতি অবস্থায় একজন অস্ট্রেলীয় যুবক ফেসবুকে লাইভ সহকারে ১৭ মিনিট ধরে গুলি চালিয়ে ৫০ জন নিরীহ মুসল্লিকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে নিরপরাধ নিষ্পাপ তিন বছরের ছোট্ট শিশু মুকাদ ইব্রাহিমও ছিল। ঘটনার আকসিমকতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় নিউজিল্যাণ্ড, সেই সাথে গোটা বিশ্ব। বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। নিন্দা জানান জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও।

হামলাকারী সন্ত্রাসী বর্ণবাদী যুবকের নাম ব্রেন্টন ট্যারান্ট। হামলার বেশ কিছুদিন পূর্বে এসে সে নিউজিল্যাণ্ডে বসবাস করতে শুরু করে। হামলার আগে সাঁইত্রিশ পাতার একটি ইস্তেহার ফেসবুকে প্রকাশ করে সে। তার ইস্তেহারের ছত্রে ছত্রে ছিল মুসলিম বিদ্বেষ ও শরণার্থী বিরোধিতা, সেই সাথে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের কথা। ইস্তেহারের হেডিং ছিল 'দ্যা গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট' অর্থাৎ নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ। হামলায় ব্যবহারিত আগ্নেয়াস্ত্রে লেখা ছিল আলেসান্দ্রে বিসনেট্টা ও লুক ট্রাইনির নাম। কারা এই আলসান্দ্রে ও লুক ট্রাইনি? ২০১৭ সালে কানাডার একটি মাসজিদে হামলা চালিয়ে নিরপরাধ ছয়জন মুসল্লিকে হত্যা করেছিল আলসান্দ্রে বিসনেট্টা এবং ২০১৮ সালে ইতালির শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায় লুক ট্রাইনি। এ থেকে বোঝা যায় হামলাকারীর মানসিকতা।

তীব্র ইসলাম বিদ্বেষ ও শরণার্থী বিদ্বেষী মনোভাবের কারণেই এ হামলা। এ ভয় বা বিদ্বেষের মৌলিক কারণ ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। আর এ অজ্ঞতার মূলে আছে কিছু ইসলাম বিদ্বেষী স্বার্থান্বেষী বর্ণবাদী মিডিয়া। বিভিন্ন মিডিয়া যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিরন্তর বিষোদগার করে, তাতে তার মতো যুবকের মনে ইসলামের ভয় ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে ঘটনা সে ঘটালো সে ঘটনাতেই মিডিয়ার দ্বিচারিতা প্রমাণিত। মিডিয়া এ শ্বেতাঙ্গবাদি বর্বরোচিত ন্যক্কারজনক আধিপত্যবাদী হামলাকে সুচতুরভাবে বন্দুকবাজ বলে চালিয়ে দিল। ঠিক এতবড় হামলা না হলেও পটকা ফাটানো শব্দ-গন্ধে যদি কোনো মুসলিমের নাম জড়িয়ে থাকতো, তাহলে গন্ধ শুঁকে মিডিয়া বলে দিত এটা সন্ত্রাসী হামলা। সন্ত্রাসী শব্দটা যেন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। মিডিয়ার এ দ্বিচারিতার কারণে বহু মানুষ ইসলাম ফোবিয়ায় আক্রান্ত।

ইসলামের বিরুদ্ধে এত বিষোদগার করার পরও গোটা বিশ্ব জুড়ে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রিত হচ্ছে বহু মানুষ, তাতে পশ্চিমা বিশ্বের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীরা আতঙ্কিত। না জানি! মুসলিমদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যায়। সেজন্য কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী ও আধিপত্যবাদীরা ইসলাম নিয়ে আতঙ্কিত। তারা জানেনা ইসলাম দিয়েছে মানবতার সুউচ্চ পাঠদান। ইসলামে নেই অনৈতিকভাবে দেশ দখলের কোনো নির্দেশনা, নেই কোনো অভিসন্ধি, নেই শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের প্রভেদ, নেই বর্ণবাদের শিকল, নেই জাত-পাতের বেড়াজাল, নেই দেশ কাল প্রভেদের সীমারেখা, নেই গোলামীর জিঞ্জির, ইসলামে আছে মানবতা, মহানুভবতা, শিষ্টাচারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

আমরা সরল পথ পরিবারের পক্ষ থেকে এ বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। সাথে সাথে নিহত ও আহত পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা। ধন্যবাদ জানাই সে দেশের সমব্যথী প্রধানমন্ত্রী জেসিণ্ডা আর্ডেনকে, যার মহানুভবতা, উদারতা ও দক্ষ প্রাশাসনিক তৎপরতা বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করে তুললো। যেন ফিরে পেলো নির্যাতিত মানুষ তাঁদের প্রকৃত অভিভাবককে। তাঁর মহানুভাবতায় বহু রাষ্ট্রনায়কের মাথা নত হয়ে এল, বিবেক দংশনে জর্জরিত হল। তিনি দেখিয়ে দিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনেতার ভূমিকা কী হওয়া উচিত। তার মত আদর্শ রাষ্ট্রনেতার অপেক্ষায় আগামী বিশ্ব, সেই সাথে আমরাও।

আলমগীর সর্দার

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

অসৎ মানুষের সিয়াম বৃথা উপোষ মাত্র

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا۝ يُّصۡلِحۡ لَـكُمۡ اَعۡمَالَـكُمۡ وَ يَغۡفِرۡلَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا.

হে (আল্লাহ্‌তে) বিশ্বাসীবান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সঠিক কথাবার্তা বলো, (তাহলে) তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে বৃহৎ সাফল্যের অধিকারী হবে (সূরাতুল আহযঅব ৭০-৭১)।

সততা এমন একটি গুণ যা ব্যক্তিকে মহিমান্বিত করে। সৎ ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র। মাক্কাহ্‌র পৌত্তলিক সম্প্রদায় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাওয়াত গ্রহণ না করলেও তাঁকে সত্যবাদী ও আমানতদার উপাধিতে ভূষিত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা অবশ্যই সততাকে আঁকড়ে ধরো। কেননা সততা ভালো কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ভালো কর্ম মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। ব্যক্তি যদি সর্বদা সদাচারী হয় ও সত্যকে অন্বেষণ করে তাহলে এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তাকে সিদ্দীক বা অত্যধিক সৎ ব্যক্তি উপাধিতে বিভূষিত করে।'' তিনি আরও বলেন, ''তোমরা মিথ্যাচার হতে দূরে থাকো। নিশ্চয় মিথ্যাচার ব্যক্তিকে মন্দ কাজে উৎসাহ প্রদান করে এবং মন্দকর্মসমূহ ব্যক্তিকে নরকগামী করে। কোনো ব্যক্তি যদি নিরন্তর মিথ্যাচারী হয় ও মিথ্যা ও অসদাচরণকে খুঁজতে থাকে, তাহলে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ তাকে 'কায্যাব' বা অত্যধিক মিথ্যুক ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করেন (সহীহ্ মুসলিম, ১০৫)। ইবাদাত বা উপাসনা সমূহে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমরা মনের চাওয়া পাওয়া ব্যক্ত করি। মিথ্যাচারে জড়িত থাকলে, তা পরিহার ব্যতীত ব্যক্তির কোনো কাজ আল্লাহ্ তাআলা গ্রহণ করেন না। তিনি যে মিথ্যুকদের জন্য নিজেই লা'নাত বা অভিশাপ নির্দ্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''মানুষেরা কি ভেবে রেখেছে 'আমরা ঈমান এনেছি' এমন (মৌখিক) কথাতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তাদের পরীক্ষা করা হবে। নিশ্চয় আমি পূর্বের লোকেদেরেও পরীক্ষা নিয়েছি। আল্লাহ্ অবশ্যই সত্যবাদীদের জানেন এবং অবশ্যই তিনি মিথ্যাচারীদের জানেন' ' (সূরাতুল আন্‌কাবূত ১-২)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি দুই ঠোঁট ও দুই পায়ের মধ্যে অবস্থিত (দুটি অঙ্গের) সুরক্ষার দায়িত্ব নিবে আমি তার জান্নাতে যাওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি'' (সহীহুল বুখারী ৬৪৭৪)। বলা বহুল্য তা হচ্ছে জিহ্বা ও নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ। মিথ্যা পানাহার বলতে শরীআহ দ্বারা নিষিদ্ধ পানাহার সমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। স্পষ্ট হারাম তা অবশ্যই বর্জনীয়। এমনকী সন্দেহযুক্ত সংলাপ ও পানাহার হতে একজন মুমিনকে দূরে থাকতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি সন্দেহ যুক্ত (পানাহার ও আচরণ) হতে বেঁচে চলল, সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে পরিচ্ছন্ন রাখল'' (সহীহুল বুখারী ৫২)। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাতে স্পষ্ট এসেছে, ''যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে প্রবেশ করল সে হারামে প্রবেশ করল'' (সহীহ্ মুসলিম ১০৭)।

দয়ার নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে বাস্তবে লজ্জাশীল হও'' (আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা বললাম, 'আমরা তো লজ্জা করি, আল্ হামদুলিল্লাহ্'। তিনি বললেন, 'এটা লজ্জা নয়। আল্লাহ্‌র সামনে প্রকৃত লজ্জা হল যে, তুমি মাথা ও মাথার সঙ্গে যুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিফাযত করবে (চিন্তা, চক্ষু, কান এবং জিহ্বা) আর পা ও তার সাথে যুক্ত (যৌনাঙ্গ ইত্যাদি) বিষয়ে হিফাযাত করবে'' (সুনানু তিরমিযী ২৪৫৮)। জিহ্বা সুরক্ষা হল সত্য কথা বলা ও হারাম দ্বারা রসনা তৃপ্তি না করা। পেটে হারাম ও সন্দেহ যুক্ত পানাহারের প্রবেশে সতর্ক থাকা। যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করে তার জন্য মস্তিষ্ক, জিহ্বা ও পেটের সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদিচ চোখ, কানের ব্যবহারে সদা সতর্কতা মুমিনের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

সিয়াম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। মূলত শরীআতে নিষেধ এমন সব কিছু হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম। রমাযানে মহান আল্লাহ্ বৈধ পানাহার ফজর হতে মাগরিব অবধি নিষেধ করেছেন। এমনকী বৈধ স্ত্রীর যৌন সম্ভোগও। উদ্দেশ্য এটাই যে স্ব-য়িম (রোযাদার) বৈধ পানাহার হতে বিরত থাকার মাধ্যমে অবৈধ হতে বাঁচার শিক্ষা নিতে পারে। যারা রমাযানে তো আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা

মেনে দিনের বেলায় হালাল পানাহার হতে বিরত থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিষেধকে উপেক্ষা করে অন্য সময়ে হারাম পানাহার ও বাক্যালাপ হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেনা। তারা শুধু পূণ্য হতেই বঞ্চিত হয় না বরং আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হয় এবং সীমাহীন নির্লজ্জ ভাবে আল্লাহ্ ভীতির ভান করে। চরম পিপাসাতেও পানি পান করে না। খাবারের দুর্বার চাহিদা সত্বেও ভক্ষণ করেনা। কিন্তু তারাই ইফতারের অব্যবহিত পরেই ধুমপান ও অন্যান্য মাদক বস্তু ব্যবহার করে। ধৃষ্টতার ও ধূর্ততার চরম বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ এদের সাহচর্য হতে আমাদের রক্ষা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী আচরণ এবং মূর্খের ন্যায় চলন ফিরন ত্যাগ করতে পারল না, তার আহার ও পানীয় ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই (সহীহ্ বুখারী ৬০৫৭)। হারাম আচরণ ও সিয়াম একত্রিত হতে পারেনা। সে ইসলামের বিধান অনুযায়ী সিয়াম পালন করছে অথচ হারামের সাথে তার একাত্বতা, এমন ব্যক্তির সিয়াম পালন বৃথা। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীতে যা হালাল ও উত্তম আছে তার মধ্য হতে ভক্ষণ করো এবং তোমরা শয়তানের পলিসীর অনুসরণ কোর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন'' (সূরাতুল বাক্বারাহ্, ১২৮)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছি তন্মধ্যে পবিত্রটি ভক্ষণ করো (অতঃপর) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা বাস্তবে তার উপাসক হও'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ১৭২)। সুতরাং হালাল ও উত্তম জীবিকা ভক্ষণের পরই আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মগ্ন হতে হবে। কেননা ''প্রত্যেক ওই শরীর যা হারাম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট'' (সহীহ্ জামি, স্বগীর ৪৫১৯)। সঙ্গত কারণেই সিয়ামের বিনিময় প্রদান মহান আল্লাহ্ নিজের হাতে রেখেছেন (সহীহ্ জামি স্বগীর ১৯০৭)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অনেক স্ব-য়িম ক্ষুধা ক্লীষ্ট থাকা ছাড়া কিছুই লভেনা এবং অনেক বিনীদ্র রজনী যাপনকারীর (তারাবীহ্ হতে অংশগ্রহণকারীর) তকদীরে ঘুম নষ্ট ব্যতীত কিছুই জুটবেনা'' (সহীহ্ তারগীব, ওয়া তারহীব ১০৮৩)।

তাই যারা রমাযান ব্যাপী সিয়াম পালন করেন অথচ পানাহারে হারাম হালাল বেছে চলেন না, তাদের অনাহারে থাকাই হচ্ছে। পরকালে শূন্য হাতে উঠতে হবে।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

যোগ্য নেতা নির্বাচন

মোহাঃ কুতুবুদ্দীন

عـن ابـى سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُمَرَةَ رضـ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰـهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُعْـطِيْتَهَـا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا ـ وَ اِذَا حَلَفْتَ عَـلٰى يَـمِيْنٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ (متفق عليه)

অর্থ ঃ আবু সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ্, তুমি পদ চেয়ে নিও না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে প্রাপ্ত হও, তবে তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও তাহলে এটা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং এতে আল্লাহ্‌র সাহায্য শামিল হবে না) এবং যখন কোনো কথার প্রতি কসম খাবে অতঃপর তা থেকে অন্য কাজটা উত্তম মনে করবে তাহলে উত্তম কাজটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও (বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুস্ স্বলেহীন হা/৬৭৯)।

আলোচনা ঃ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সর্বত্র যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য বিষয়। এগুলির কোনো স্তরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব অনুভব হলে সেটা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারেনা। সেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবেনা। তার ফলে সেখানে কোনো কাজ সুচারু রূপে পরিচালিতও হবে না। তাই সর্বত্র যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। আর এর জন্য চাই ইখলাস। ইখলাসের বাস্তবায়নের জন্যই প্রয়োজন কোনো পদের জন্য আকাঙ্খিত মনোভাব ব্যক্ত না করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

تِـلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا

فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ ঃ ইহা আখেরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি সেই সকল লোকের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (সূরাহ্ আল্ কাসাস ২৮/৮৩)। এখান থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী তো সেই যে, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড়ো মনে না করে আর গর্ব ও অহংকার প্রকাশ না করে। শুধু তাই নয়, যোগ্য নেতা তিনিই হবেন যিনি কোনো দিক থেকেই দুর্বল হবেন না। যিনি হবেন দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও সঠিক সিদ্ধান্তে অবিচল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّى اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَ اِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ لَا تَاَمَّرَنَّ عَلَى اِثْنَيْنِ وَ لَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ.

অর্থ ঃ আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে বললেন, হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালোবাসি যা আমি নিজের জন্য ভালোবাসি। (সুতরাং) তুমি দুজনেরও নেতা হবে না এবং ইয়াতিমের মালের রক্ষক হবে না (মুসলিম, রিয়াযুস্ স্বলেহীন হা/৬৮০)।

যোগ্য নেতার নেতৃত্ব গ্রহণের পর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে তৎপর। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَسْتَعْمِلُنِىْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَ اِنَّهَا اَمَانَةٌ وَ اِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ نَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَ اَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

অর্থ ঃ আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাকে (কোনো স্থানের) কর্মচারী বা দায়িত্বশীল কেন নিযুক্ত করছেন না? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রেখে বললেন, হে আবু যার তুমি দুর্বল এবং এ পদ আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রহণ করল এবং দায়িত্ব সে (যথাযথভাবে) পূর্ণ করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়) (মুসলিম, রিয়াযুস্ স্বলেহীন-৬৮১)।

যোগ্য নেতার নেতৃত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَ تُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَ شِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَ يُبْغِضُوْنَكُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَ يَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ فَقَالَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ.

অর্থ ঃ আউফ বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা হলেন তিনি যাকে তোমরা ভালোবাস, তিনিও তোমাদের ভালোবাসেন। যিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য দুআ করেন, তোমরাও তার জন্য দুআ করো। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম নেতা হল সে যার উপর তোমরা রাগান্বিত হয়ে থাকো এবং সেও তোমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে থাকে। তোমরা তাকে লা'নত করে থাকো সেও তোমাদেরকে লা'নত করে। (এমতাবস্থায়) সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবো। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, না যতক্ষণ তারা স্বলাত আদায়কারী হবে (সহীহ্ মুসলিম হা ১৮৫৫)।

নেতৃত্বের প্রতি লোভ সংবরণ করাও যোগ্য নেতার একটি

অন্যতম বিশেষ গুণ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَ سَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অতি সত্তর নেতৃত্বের লোভ করবে, (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে (বুখারী রিয়াযুস্ স্বলেহীন ৬৮২)।

যে ব্যক্তি নেতৃত্ব বা দায়িত্বশীলতার পদের ইচ্ছুক হতে চায় তার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

عن ابى موسى الاشعرى ؓ قال دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَ رَجُلاَنِ مِنْ بَنِىْ عَمِّىْ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَ لاَّكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَ قَالَ الاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّا وَ اللّٰهِ لاَ نُوَلِّى هٰذَا لعَمَلَ اَحَدًا سَأَلَهٗ اَوْ اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

অর্থঃ আবু মুসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে আমি এবং আমাদের দুই ভাই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে গেলাম। সে দুজনের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে সব এলাকার শাসক নিযক্ত করেছেন তার মধ্যে কিছু এলাকার দায়িত্ব আমাকে প্রদান করুন, দ্বিতীয় জনও একই কথা বলল। অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ রাখে তাকে আমি এ কাজ দিই না (বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুস্ স্বলেহীন হা/৬৮৫)।

উপরোক্ত বিভিন্ন হাদীসের প্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত যে, কেউ স্বেচ্ছায় কোনো পদ চেয়ে নিতে পারেনা। কোনো পদ বা নেতৃত্ব প্রার্থনা করা বৈধ নয়। কিন্তু বিশেষ কোনো সঙ্কটকালীন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি আশু প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তিনি স্বেচ্ছায় পদ প্রার্থী হতে পারেন এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সে বিশেষ পদের দাবীদার হতে পারেন। যেমন ইউসুফ (আলাইহিস্ সাল্লাম) কে যখন মিশর বাদশাহ্ রাইয়ান বিন অলীদ এর সামনে ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হলো তখন তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদা সহ তাঁর চরিত্রের উৎকর্ষতা ও পবিত্রতা পরিস্ফুট হয়ে গেল তখন তিনি আদেশ করলেন যে, তাঁকে অর্থাৎ ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে আমার কাছে পেশ কর, আমি তাঁকে আমার একান্ত সঙ্গী ও মন্ত্রী বানাতে চাই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন —

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ.

অর্থঃ রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো। অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন বলল, আজ তুমি আমার কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাস ভাজন (সূরাহ্ ইউসুফ ১২/৫৪)। এর পর ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম) কে যখন রাজা অলিদ বিন রাইয়ানের নিকটে পেশ করা হল তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ভাষায় —

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ সে বলল, অর্থাৎ (ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম) আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি সুসংরক্ষণকারী, সুবিজ্ঞ (সূরাহ্ ইউসুফ ১২/৫৫)।

অতএব উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্-এর ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কোনো ব্যক্তি উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তার নিজের যোগ্যতা অনুসারে এই বিশেষ পদ প্রার্থনা করতে পারে। তাই আসুন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করার ও সেই মতো আমল করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

ঝড়ের সময় পড়ার দুআ

আয়েশাহ্ (রাঃ) বলেছেন, যখন ঝড় আরম্ভ হত তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই দুআটি পড়তেন —

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রহা-অখয়রমা-ফী-হা-অখয়রমা-উরসিলাত্। বিহী-অ আই-যুবিকা মিন্শার্রিহা-অশার্রিমা ফী-হা-অশার্রি মা-উর্সিলাত্‌বিহী (মুসলিম)।

৫২ পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ ১

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

১৭৯ ঃ স্বলাতের জন্য মুসাল্লা বা জায়নামাযের ব্যবহার

এটি আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন —

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى الْخُمْرَةِ.

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চাটাই-এর উপর স্বলাত সম্পাদন করতেন।[১]

(জমহুর) — একথাই বলেছেন।[২]

১৮০ ঃ জুতো এবং মোজাসহ স্বলাত সম্পাদন

বৈধ ও মুবাহ্। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল —

(ক) আবূ সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলেন — أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ نَعْلَيْهِ. নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি জুতো পরে স্বলাত সম্পাদন করতেন? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন **نعم** হ্যাঁ।[৩]

(খ) শাদ্দাদ বিন আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نِعَالِهِمْ وَ لاَ خِفَافِهِمْ —

তোমরা ইহুদিদের বিপরীত করো। কেননা তারা জুতো এবং মোজা পরে স্বলাত আদায় করে না।

সহীহ্ ইবনু হিব্বানের একটি বর্ণনায় রয়েছে — خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى অর্থাৎ ইহুদি ও খৃষ্টানদের বিপরীত করো।[৪]

১। বুখারী ৩৩৩, ৩৭৯, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবুস স্বলাতে আলাননুফাসা অ সুন্নাতেহা, মুসলিম ৫১৩, আবূ দাউদ ৬৫৬, ইবনু মাজাহ্ ৯৫৮, নাসায়ী ২/৫৭, আহমাদ ৬/৩৩০, দারেমী ১/৩১৯, ইবনু খুযাইমা ১০১৭, বাইহাক্বী ২/৪২১।

২। নাইলুল আওতার ১/৬২০।

৩। বুখারী ৩৮৬, ৫৮৫, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুস স্বলাতে ফিন নিয়াল, মুসলিম ৫৫৫, তিরমিযী ৪৮৮৮০, নাসায়ী ২/৯৮, আহমাদ ৩/১০০, ইবনু খুযাইমা ১০১০।

৪। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৬০৭, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুস স্বলাতে ফিন নাআল, আবূ দাউদ ৬৫২, হাকেম ১/২৬০, বাইহাকী ২/৪৩২।

(গ) আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ আসবে, তখন সে নিজের জুতো দেখে নেবে, যদি তাতে ময়লা লেগে থাকে, তাহলে মাটিতে ঘষে নেবে। ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِمَا অতঃপর জুতো পরেই স্বলাত আদায় করবে।[১]

(ঘ) সেই হাদীসও এর দলীল যে হাদীসে রয়েছে যে, স্বলাত চলাকালীন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জুতো খুলতে দেখে সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাও নিজেদের জুতো খুলেছিলেন।[২]

(শওকানী রহঃ) — জুতো পরে স্বলাত সম্পাদন করা মুস্তাহাব।[৩]

(ইবনু হাজার রহঃ) — ইহুদিদের বিরোধীতা করার ইচ্ছার কারণে এ আমল মুস্তাহাব।[৪]

(ইবনু দাকীকিল ঈদ রহঃ) — এ আমল মুস্তাহাব নয়, কেবল ছাড় রয়েছে।[৫]

১৮১ ঃ স্বলাত অজিব হওয়ার শর্ত হল বুদ্ধি ও বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তির গুনাহ বা পাপ লেখা হয় না —

عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ .

ঘুমন্ত মানুষের যতক্ষণ না সে জাগ্রত হবে, শিশুদের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলের বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত।[৬]

(শওকানী রহঃ) ঃ এ মসলাতে ইজমা বা সকলের ঐক্যমত রয়েছে।[৭]

১৮২ ঃ কবরের দিকে মুখ করে স্বলাত সম্পাদনের বিধান

কবরের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় নিষিদ্ধ বিভিন্ন হাদীস থেকে তা প্রমাণিত। কয়েকটি হাদীস নীচে বর্ণিত হল —

(ক) আবূ মারসাদ গানাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — لَا تُصَلُّوا اِلَى الْقُبُوْرِ وَ لَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا তোমরা কবরের দিকে মুখ করে স্বলাত সম্পাদন করো না এবং তার উপর বসো না।[৮]

(খ) জুনদুব (রাযিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ

১। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৬০৫, আহমাদ ৩/২০, আবূ দাউদ ৬৫০, দারেমী ১/৩২০, আবূ ইয়ালা ১১৯৪, ইবনু খুযাইমা ১০১৭।
২। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৬০৫, ইরওয়ালুল গালীল ২৮৪।
৩। নাইলুল আওতার ১/৬২৫।
৪। তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৪৪।
৫। প্রাগুক্ত।
৬। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩৬৯৮, কিতাবুল হুদুদ ঃ বাবুন ফিল মাজনুন ইয়াসরিকু আও ইউসীবু হাদ্দা, আবূ দাউদ ৪৩৯৮, নাসায়ী ৩৪৩২, ইবনু মাজাহ্ ২০৪১।
৭। আস্ সাইলুল জাররার ১/১০০।
৮। মুসলিম ৯৭২, কিতাবুল জানায়েজ ঃ বাবুন নাহীয়ে আনিল জুলুস আলাল কাবরে অস্ স্বলাতে আলাইহি, আবূ দাউদ ৩২২৯, তিরমিযী ১০৫০, নাসায়ী ৭৬০, ইবনু খুযাইমা ৭৯৩, বাইহাক্বী ২/৪৩৫, সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ১৬৯, আবূ দাউদ ১৮৪, আহমাদ ৪/২৮৮।

لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَاِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ. কবরকে মাসাজিদ বানিয়ে নিয়ো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করছি।[১]

১৮৩ঃ গোসলখানায় স্বলাত সম্পাদন করা নিষিদ্ধ

আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَ الْحَمَّامَ. কবরস্থান এবং গোসলখানা ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীই মাসজিদ।[২]

(ইবনু হাযম রহঃ) — কোনো অবস্থাতেই গোসলখানাতে স্বলাত সম্পাদন করা জায়েজ নয়।

(জমহুর) — গোসলখানা যদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে স্বলাত শুদ্ধ, তবে মাকরূহ হবে।

(শওকানী রহঃ) — তিনি ইবনু হায্‌মের বক্তব্যকে সঠিক বলেছেন।[৩]

১৮৪ঃ পশুর বাসস্থানে স্বলাত সম্পাদনের বিধান

ছাগল এবং ভেড়ার বাসস্থানে স্বলাত সম্পাদনের অনুমোদন শরীআতে রয়েছে কিন্তু আস্তাবলে অর্থাৎ উটের বাসস্থানে স্বলাত সম্পাদন করাকে হারাম বলা হয়েছে। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল —

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ لَا تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ তোমরা ছাগল ও ভেড়ার বাসস্থানে স্বলাত সম্পাদন করো কিন্তু উটের বাসস্থানে অর্থাৎ আস্তাবলে স্বলাত আদায় করো না।[৪]

বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একই অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫]

(আহমাদ, ইবনু হায্‌ম, শওকানী রহঃ) — একই কথা বলেছেন।

(জমহুর) — যদি পশুর বাসস্থানে নোংরা না থাকে, তাহলে নিষেধকে মাকরূহ আর যদি নোংরা থাকে তাহলে হারাম অর্থে নিতে হবে।[৬]

(রাজেহ) — প্রথম মতটিই হাদীসের অর্থের নিকটবর্তী (আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)।

১। মুসলিম ঃ ৫৩২ কিতাবুল মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত, বাবুন নাহী আন বানাইল মাসাজিদ আলাল কুবুর ... আবূ আওয়ানাহ্ ১/৪০১।

২। সহীহ্ ইরওয়ালুল গালীল ১/৩২০, সহীহ্ আবূ দাউদ ৫০৭, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুন ফিল্ মাওয়াযেয়েইল লাতি লা তাজুযু ফীহাস স্বলাত, আবূ দাউদ ৪৯২, আহমাদ ২/৮৩, তিরমিযী ৩১৭, ইবনু মাজাহ্ ৭৪৫, বাইহাক্বী ২/৪৩৫, হাকেম ১/২৫১, ইবনু খুযাইমা ৭৯১।

৩। নাইলুল আওতার ১/৯২৯।

৪। সহীহ্ ঃ সহীহ্ তিরমিযী ২৮৫, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মা জাআ ফিস্ স্বলাতে ফী মারাবেযেল গানামে ... ইবনু মাযা ৭৬৮, আহমাদ ২/৪৫১, ইবনু খুযাইমা ৭৯৫, বাইহাক্বী ২/৪৪৯, তিরমিযী ৩৪৮।

৫। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ১৬৯, আবূ দাউদ ১৮৪, আহমাদ ৪/২৮৮।

৬। নাইলুল আওতার ১/৬৩৫-৬৩৬।

১৮৫ ঃ জবর দখল ভূমিতে স্বলাত সম্পাদন

একদম জায়েয নয়। ইমাম শওকানী (রহঃ) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১]

১৮৬ ঃ প্যান্ট পড়ে স্বলাত সম্পাদন

(আলবানী রহঃ) — এতে দুটি সমস্যা রয়েছে —

(ক) কাফেরদের সাদৃশ্য।

(খ) সতরের অর্থাৎ লজ্জাস্থানের যথার্থভাবে আবৃত না করা বিশেষ করে সাজদার সময়।[২]

(ইবনু বায রহঃ) — যদি প্যান্ট আঁটোসাটো না হয়ে প্রশস্ত হয়, তাহলে স্বলাত সহীহ্ এবং উত্তম হল এটাই যে, এর উপর এমন একটি জামা থাকবে, যা নাভি এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানকে আবৃত করবে এবং অর্ধ নলা বা গীঁট পর্যন্ত লটকে থাকবে। কেননা এটাই সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত।[৩]

সউদী ফাতাওয়া কমিটিও এ রকমই ফাতাওয়া দিয়েছেন।[৪]

১৮৭ ঃ পাতলা এবং স্বচ্ছ কাপড়ে স্বলাত সম্পাদনের বিধান

(ইবনু বায রহঃ) যখন স্বচ্ছ ও পাতলা হওয়ার কারণে কাপড় চামড়াকে আবৃত করতে পারবে না, তখন কোনো পুরুষের সেই কাপড়ে স্বলাত সম্পাদন করা সঠিক নয়। তবে হ্যাঁ যদি কাপড়ের নীচে পাজামা বা লুঙ্গি থাকে যা নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানকে আবৃত করতে পারে তাহলে অসুবিধা নেই। মহিলাদেরও এমন কাপড়ে স্বলাত বৈধ নয়, তবে যদি পাতলা কাপড়ের নীচে সমস্ত শরীর আবৃতকারী কোনো কাপড় থাকে, তাহলে বৈধ। এ ধরণের কাপড়ের নীচে ছোট পাজামা (অর্থাৎ আনডারওয়ার) যথেষ্ট নয়।[৫]

১। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৬৮।
২। আল্ কওলুল মুবীন ফী আখতাইল মুসাললীন পৃঃ ২০।
৩। আল্ ফাতাওয়া লিশ্ শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায ১/৬৯।
৪। ফাতাওয়া লাজেনাতুদ্ দায়েম নম্বর ২০০৩।
৫। আল্ ফাতাওয়াল ইসলামীয়্যাহ্ ১/২৫৩, ফাতাওয়া ইবনু বায মুতারজাম ১/৫৭, মাজাল্লাতুদ্ দাওয়াহ্ নম্বর ৮৮৬।

দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূরভীত করার দুআ

আবূ বাকরাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ হচ্ছে এটি —

আল্লা-হুম্মা রহ্মাতাকা আরজু-ফালা তাকিলনী ইলা-নাফসী তরফা-তাল আইনি অ আস্লিহ্লী-শানী কুল্লাহু-লা -ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার করুণার আশাধারী, এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে তুমি আমার ইচ্ছার অধীনে ছেড়ে দিও না এবং আমার সমস্ত অবস্থাকে ঠিক করে দাও (কেননা) তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই (আবূ দাউদ)।

১ম পর্ব

ইসলামের কতিপয় মৌলিক নীতি

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্ তামীমী
অনুবাদ ও সংযোজনে ঃ আব্দুর রহমান

ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত যা সমগ্র মানব জাতির জন্য পথনির্দেশ ও বিশেষ নিয়ামত। সর্বকালের, সর্বযুগের মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। অবশ্য এই পুস্তিকায় ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়। অত্র প্রবন্ধে কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার পূর্বে এসব বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সকলেরই থাকা জরুরী।

এক ঃ এখানে ইল্ম বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্র পরিচিতি, তাঁর নাবীর পরিচয় এবং দলীলসহ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা।

দুই ঃ দ্বীন সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞান (ইল্ম) অনুযায়ী আমল করা।

তিন ঃ দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অংশ গ্রহণ করা।

চার ঃ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে যদি দুঃখ কষ্ট (মসবিত) আসে তার জন্য সবুর করা।

উক্ত বিষয়গুলির দলীল ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন —

وَ الْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ ঃ আসরের কসম! সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পর সৎ আমল করে। আপসের মধ্যে 'হক' অর্থাৎ সত্য কথার প্রচার করে এবং এই পথে দুঃখ-মসিবত আসলে সবুর করে (সূরাহ্ আল্ আসর ১-৩)।

ব্যাখ্যা ঃ মানব জাতির মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করার পর সৎ আমল করতে থাকবে, দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং দ্বীন ইসলামের কথা তথা আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবে। আর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো দুঃখ মসিবত, অন্যায়-অত্যাচার নেমে আসে, তবে তারা ভেঙে পড়েনা; বরং সবুর তথা ধৈর্যধারণ করে — তাহলে তারা ইহকাল ও পরকালে কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন—

لوما انزل اللّٰه حُجَّةً على خلقه الا هذه السورة لكفتهُم.

"যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টির উপর দলীল সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র এই সূরাটিই অবতীর্ণ করতেন তাহলে এই সূরাই সবার জন্য যথেষ্ট হত অন্য সূরাহ্ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন হত না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ্ বুখারীতে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন —

باب العلم قبل القول و العمل و الدليل.

কথা, কর্ম ও দলীলের পূর্বে ইল্ম হাসেল করা (জ্ঞান অর্জন করা) জরুরী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ .

অর্থ ঃ জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং নিজ পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (সূরাহ্ মুহাম্মাদ/১৯)।

সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর উচিৎ নিম্নোল্লেখিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা।

১। নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদেরকে খাদ্য দান করেন এবং তারপরও তিনি আমাদেরকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি বরং সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নাবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যে বা যারা তাঁর আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করবে। আর যারা তাঁর আনুগত্য করবেনা এবং

তাঁর আদেশের বিরোধিতা করবে তারা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। এই বিষয়ে দলীল নিম্নরূপ —

اِنَّـآ اَرۡسَلۡنَآ اِلَيۡكُمۡ رَسُوۡلاً شَاهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ اَرۡسَلۡنَآ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ رَسُوۡلاً. فَعَصٰى فِرۡعَوۡنُ الرَّسُوۡلَ فَاَخَذۡنٰهُ اَخۡذًا وَّبِيۡلاً.

অর্থঃ (হে মক্কাবাসী) আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমন ফিরআউনের নিকট একজন রসূলকে (মূসা আঃ) পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরআউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম (সূরাহ্ মুয্যাম্মিল/১৫-১৬)।

২। আল্লাহ্ তাআলা এটা মোটেই পছন্দ করেন না যে কেউ তাঁর ইবাদাতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করুক, অংশীদারী ফেরেশতা হোক অথবা নাবী-রসূল। শিরক করা বা আল্লাহ্র ইবাদাতে কাউকে শরীক স্থাপন করা তাঁর জন্য বেমানান। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব বিষয়ে স্বাধীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তাই তাঁর কোনো অংশীদারের প্রয়োজন নেই। তাই শির্ক করা আল্লাহ্র নিকট একটা মহা অপরাধ, সবচেয়ে বড় পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ.

অর্থঃ নিশ্চয় শিরক বড় যুলুম (সূরাহ্ লুকমান/১৩)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَادُوۡنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ.

অর্থঃ নিশ্চয় যে তাঁর সাথে শরীক করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। এটা ব্যতীত অন্য (পাপ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (সূরাহ্ আন্ নিসা/১১৬)।

যে ব্যক্তি শিরক করবে তার পরিণাম জাহান্নাম। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَنَّةَ وَمَاۡوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ.

অর্থঃ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই (সূরাহ্ আল্ মায়েদাহ্/৭২)।

আরও একটি আয়াত —

وَّ اَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.

অর্থঃ সকল মসজিদই একমাত্র আল্লাহ্র (ইবাদাতের) জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্যকে আহ্বান করবেনা (সূরাহ্ জ্বীন/১৮)।

৩। যে বা যারা আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী তার জন্য এটা জায়েয নয় যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে — যদিও তারা নিকট আত্মীয় হয়। এই মর্মে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য —

لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَوۡ كَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ اَوۡ عَشِيۡرَتَهُمۡ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِيۡمَانَ وَاَيَّدَهُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡهُ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ اللّٰهِ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ.

অর্থঃ (হে নাবী) তুমি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের, হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের নিকট আত্মীয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র দলই সফলকাম (সূরাহ্ মুজাদালা/২২)।

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের সাথে ভালোবাসা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা। অর্থাৎ ঈমান এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শত্রুদের সাথে ভালোবাসা ও সহযোগিতা কোনো একটি অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। উক্ত আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে — হানাফী মিল্লাত অর্থাৎ মিল্লাতে ইব্রাহিমী হল, একেবারে একশো ভাগ ইখলাসের সাথে এক আল্লাহ্র ইবাদাত করবে; আল্লাহ্ তাআলা সকল মানব সন্তানকে এই আদেশই দিয়েছেন। আর এজন্যই আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন —

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অর্থ ঃ আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি (সূরাহ্ যারিয়াত/৫৬)।

এই আয়াতে لِيَعْبُدُوْنِ. শব্দের অর্থ হল - একত্ববাদের অঙ্গীকার করা। ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল্লাহ্র একত্বকে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ ইবাদাত হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই। আর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিরক যা করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা যাবে না।

এর দলীল ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন —

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ইবাদাত করো এবং তার সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবেনা (সূরাহ্ নিসা/৩৬)।

এবারে আমি ইসলামের তিনটি মৌলিক নীতি নিয়ে আলোচনা করব ইন্‌শাআল্লাহ্ যা প্রত্যেক ব্যক্তির জানা অত্যন্ত জরুরী। (১) নিজ প্রভুকে জানা, (২) আপন দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং (৩) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। উক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে আমরা সঠিকভাবে ইসলাম মেনে চলতে পারবনা।

প্রথম নীতি — আল্লাহ্র পরিচয় ঃ আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বলুন তো, আপনার প্রভু কে? তবে বলুন, আল্লাহ্ আমার প্রভু, যিনি আমাকে এবং সারা বিশ্বময় আপন নিয়ামত দ্বারা প্রতিপালন করেন। তিনিই আমার একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী পাঠ করুন এবং (সত্য) তার মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

আল্লাহ্ বলেন — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু অ তাআলার জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু। আল্লাহ্ ব্যতীত পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই জগৎ হিসাবেই পরিগণিত। আর আমিও এই বিশ্বের একটি অংশ বিশেষ (সূরাহ্ ফাতিহা/০১)।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে নাবী! আপনি বলুন, আমার স্বলাত, আমার কুরবনী, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোনো শরীক নাই। আমি এভাবেই নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি আর আমি হলাম মুসলিমদের সর্বসেরা (সূরাহ্ আনআম ৬/১৬২-১৬৩)।

যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি তোমার প্রভুকে কীভাবে চিনলে? তবে বলবে, ''তাঁর নিদর্শনাবলী ও সৃষ্টি জগতের দ্বারা। তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হল রাত-দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। আর তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকূলের মধ্যে অন্যতম সৃষ্টি হল সপ্ত আকাশ এবং সাতটি পৃথিবী। তাছাড়া সপ্ত আকাশ ও জমিনের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সব তাঁরই সৃষ্টি। এর প্রমাণে নিম্নলিখিত আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থ ঃ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা করো আল্লাহ্কে, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো (সূরাহ্ হা-মীম সাজদা/৩৭)।

অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব প্রতিপালক (সূরাহ্ আ'রাফ ৭/৫৪)।

এখানে 'রব' শব্দের অর্থ হল মাবূদ (উপাস্য)। এর দলীল নীচে উল্লেখ করা হল —

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির কর না (সূরাহ্ আল্ বাক্বারাহ/২১-২২)।

উক্ত আয়াতের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন — الخالق لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

অর্থাৎ এ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই ইবাদাতের হকদার।

আর সকল প্রকার ইবাদাত আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা যার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি হল — ইসলাম, ঈমান, ইহসান, দুআ, ভয়, আশা, ভরসা, প্রবল ইচ্ছা (আগ্রহ), ভীতি, বিনয়, আশঙ্কা (ভয়), সাহায্য প্রার্থনা করা, বিচার বা সাহায্য চাওয়া, কুরবানী এবং নযর মানা ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদাতের হুকুম বা আদেশ আল্লাহ্ই দিয়েছেন। উক্ত ইবাদাতের দলীল পবিত্র কুরআনেই বিদ্যমান যার ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হবে ইন্শাআল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.

অর্থ ঃ আর এই যে, সকল মসজিদ (কেবলমাত্র) আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্যই। সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কারও ইবাদাত কর না (সূরাহ্ আল্ জ্বীন/১৮)।

সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত ইবাদাত সমূহের মধ্যে কোনো ইবাদাত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তাহলে সে মুশরিক অথবা কাফির। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী —

وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে, (অথচ) ঐ বিষয়ে তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবেনা (সূরাহ্ মু'মিনূন/১১৭)।

একটি হাদীসে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন— الدعاء مُخُّ العبادة. অর্থ ঃ দুআই হল প্রকৃত ইবাদাত (মুসনাদে আহমাদ ২৮১, সুনান আল আরবাআ, মিশকাত ২২৩)। এর কুরআনী দলীল নিম্নরূপ —

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

পরবর্তী অংশ ১৭ পাতায়

শবেবরাতের সুন্নাত ও বিদআত

আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম আলীয়াভী

শবেবরাত কথাটির বিশ্লেষণ ঃ আরবী মাস সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি আরবী মাস হল শাবান মাস। আর এ শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে শবেবারত বা লায়লাতুল বারআত (ليلة البرائة) বলা হয়। আসলে শবেবরাত শব্দটি একটি ফারসী পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ অংশ বা নির্দেশ পাওয়ার রাত। আর লায়লাতুল বারাআত (ليلة البرائة) শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা এর অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিদ্আতীদের নিকট এই রাত্রি যে হিসাবে পালিত হয় ঃ— বিদআতীদের নিকট শবেবরাতের রাত্রিটি সৌভাগ্য রাত্রি হিসাবে পালিত হয় এইজন সরকারীভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। জনগণ ধারণা করেন যে, এ রজনীতে বান্দাহ্র পাপ মোচন করা হয়। আয়ু ও রুযী বৃদ্ধি করা হয়। কীভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, কতদিন বাঁচবে তা লিখিত করা হয় এবং এই রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির আত্মা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। আর বিধবা মহিলারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের আত্মা এই রাতে ঘরে আসেন। এজন্য ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে বিধবারা সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাড়ি ঘর আগরবাতি ও মোমবাতি দিয়ে আলোকিত করা হয়। আত্মীয়রা দলে দলে কবর স্থানে দিকে ছুটে যায়। হালুয়া রুটি তৈরি করা হয় এবং হালুয়া রুটি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় যুবকেরা আমোদে প্রমোদে রাত পার করে দেয়।

সম্মানিত পাঠ/পাঠিকা! উপোরক্ত রীতিনীতিগুলো সুন্নাতি ত্বরীকাহ্ নয় বরং এগুলো জঘন্যতম বিদ্আত ও কুসংস্কার। আমাদেরকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যেন এ সমস্ত বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে আমাদের সুখময় জীবনকে ধ্বংস করে না ফেলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এ জঘন্যতম বিদ্আত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

শবেবরাতের বিদ্আত ঃ—

১। রূহের আগমন ঃ শবেবরাতের মৃত ব্যক্তির রূহ পৃথিবীতে নেমে আসে বলে ধারণা করা বিদ্আত। এ ব্যাপারে কোন জাল যঈফ বা মওযু হাদীসও যদি প্রমাণ থাকত তাহলে না হয় বলা যেত যে না তাদের এই ধারণা দলীল ভিত্তিক। অতএব তাদের এ ধারণা যুক্তিযুক্ত অথচ সেটারও প্রমাণ মেলে না।

রূহের আগমনের ব্যাপারে বিদআতীরা যে দলীলটি পেশ করেন তার পর্যালোচনা ঃ— প্রথম দলীল —

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

অর্থ ঃ সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত (সূরাহ্ ক্বদর ৪ ও ৫ নং আয়াত)।

এখানে সে রাত্রি বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে শবেবরাতের অর্থে নয়। অত্র সূরার মধ্যে রূহ অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়ত বা অনেকে ধারণা করেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোনো বিদ্বান করেন নি। রূহ শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ ইবনে কাসীরে লিখেছেন যে, রূহ বলতে ফেরেশতাগণের সর্দার জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রূহ বলতে বিশেষ এক ধরণের ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তবে এর কোন সহীহ্ দলীল নেই (ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৬, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)।

বুঝা গেল যে, ক্বদরের রাত্রিতে জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর বিশেষ ফেরেশতা দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং মুমিনদের স্বলাত, তেলাওয়াত, যিকর আযকার ইত্যাদি ইবাদতের সময় রহমতের পাখা বিছিয়ে তাদেরকে ঘিরে থাকেন। এর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে ফিরে আসার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব ক্বদরের রাত্রিতে যখন মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ফিরে আসেনা সেখানে শবেবরাতে মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে ফিরে আসার যুক্তি কোথায়? এ বিষয়ে কোনো সহীহ্ দলীল থাকলে সেটা অবশ্যই মানতে হত। কিন্তু তেমন কোনো কিছু নেই। এমতাবস্থায় মোমবাতি জ্বালানো বা রং-বেরংয়ের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করে মহাফিল করা বিদ্আতের পর্যায়ভুক্ত হবে। যা একান্ত পরিহার করা জরুরী।

দ্বিতীয় দলীল ঃ তারা রূহের আগমনের বিষয়টি মজবুত

ও পোক্তা করার জন্য যে দলীলটি পেশ করে থাকেন তার বর্ণনা সূত্র দুর্বল। দলীলটি নিম্নরূপ —

একদা শবেবরাতের রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বাকী-এ-গারক্বাদ নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় যিয়ারত করতে যান (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ১৩৮৯, হাদীসের সনদ যঈফ)।

উপরোক্ত কুসংস্কারের জন্য আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) বলেন যে, এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের দেওয়ালী উৎসবের অনুকরণ মাত্র। কেউ বলেন, এগুলি খলীফা হারুনুর রশীদ এর অগ্নি উপাসক নও মুসলিম বারমাকী নেতাদের চালু করা বিদআত মাত্র (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৪৩)।

২। শবেবরাতের স্বলাত ঃ শবেবরাতের ১০০ রাকাআত স্বলাত সম্পর্কে যে হাদীসটি রয়েছে তা মাওযু বা জাল। এই স্বলাত সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার বিখ্যান হানাফী মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, জুমআ ও ঈদায়নের স্বলতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে স্বলাতে আলফিয়াহ্ নামে শবেবরাতে যে স্বলাত আদায় করা হয় এবং এর স্বপক্ষে যেসব হাদীস ও আসার বলা হয় তার সবই বানোয়াট ও মাওযূ অথবা যঈফ।

এ ব্যাপারে (ইমাম গয্যাবলীর) এহ্ইয়াউল উলুম ও (ইবনুল আরাবীর) কুতূল কুলূব দেখে যেন কেউ ধোকা না খায়। এই বিদআত সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে চালু হয়েছিল। মাসজিদের পেটপুজারী ঈমানগণ অন্যান্য স্বলাতের সাথে যুক্ত করে এ স্বলাত চালু করে এই বিদআতী স্বলাতের জনপ্রিয়তা দেখে আল্লাহ্ভীরু ও তার খাঁটি বান্দাগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল (মিরকাত ক্বিয়ামু শাহরে রমাযান অধ্যায় ৩য় খণ্ড ১৯৭-১৯৮ পৃঃ)।

অতএব হে পাঠক/পাঠিকা! আমাদেরকে এ বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে পরিবারের কাউকে এ জঘন্যতম বিদআত গ্রাস করে না ফেলে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ জঘন্যতম বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন — আমীন।

হে মুসলিম জাতি আপনি সাবধান থাকুন ঃ—

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি কেউ এমন মন্তব্য করে যে, স্বলাত নেকির কাজ কাজেই উক্ত আমল দোষণীয় কেন? এর উত্তরে আমি বলবো যে, ইসলামী শরীয়ত কোনো মানুষের তৈরি নয়। বরং আল্লাহ্র অহী দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট। এর ইবাদত বিষয়ের সবটুকুই শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যেখানে সামান্যতম কমবেশি করার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। অতএব শরীয়তের মধ্যে কোনো কিছু সংযুক্ত করা বিদআত। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে আর তা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা প্রত্যাখ্যান যোগ্য (সহীহ্ বুখারী হা/২৬৯৭)।

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! বিদআত একটি গুরুতর অপরাধ। অতএব বিদআত থেকে সাবধান বিদ্আতীগণ সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই এ থেকে প্রত্যেক মুসলিমের দূরে থাকা অপরিহার্য। মাদ্রাসা, মকতব, বাস, ট্রেন, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়গুলি শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত নয়। কারণ যুগের পরিবর্তন হওয়ার কারণে বিজ্ঞানের তৈরি করা কিছু এগুলো দুনিয়াবী বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ইবাদতের সঙ্গে নয়। বিজ্ঞান আরো কিছু আবিষ্কার করতে পারে বর্তমান মানুষ বা এখনও দেখেনি কিন্তু শরীয়ত তা নয়। শরীয়ত মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ৬৩টি বছরের জীবনে নবুওয়তের ২৩টি বছরের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁকে যা দিয়েছেন তার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জীবনের মানুষের জন্য একই অবস্থায় থাকবে। তাই বিদআতে হাসানাহ্ নাম দিয়ে ধর্মের নামে সৃষ্ট শবেবরাতকে জায়েয করা ঠিক নয়।

শবেবরাতের সুন্নাত ঃ— শাবান মাসের সুন্নাত হলো এ মাসের অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করা। আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَ مَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ.

আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে রমাযান ব্যতীত কোনো পুরা মাসের সিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে কোনো মাসে বেশি (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি (সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ১৮৪৫, মিশকাত হাদীস নং ২০৩৬)।

যারা শাবানের প্রথম থেকে নিয়মিত সিয়াম পালন করেন তাদের জন্য শেষের পনের দিন সিয়াম পালন করা উচিত নয় (মিশকাত হা/১৯৭৪)। অবশ্যই যদি কেউ অভ্যস্ত হোন বা মানত করে থাকেন তারা শেষের দিকেও সিয়াম পালন করবেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৩)।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাবান মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করা সুন্নাত। সহীহ্ দলীল ব্যতীত কোনো দিন বা কোনো রাত্রিকে সিয়ামের জন্য বা ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া সুন্নাত বহির্ভুত আমল। তবে আইয়ামে বীয ব্যতীত অর্থাৎ চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ (নফল) সিয়াম রাখা (নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৭)। শাবান মাসের সিয়ামও উক্ত নিয়তে পালন করবেন শবেবরাতের নিয়তে নয়। কারণ নিয়তে ভুল হলে যে কোনো আমলই বৃথা।

আল্লাহ্ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন — আমীন।

---

১৪ পাতার পর —

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ''তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। আর যারা অহংকার করে আমার ইবাদাত (উপাসনায়) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে (সূরাহ্ গাফির/মু'মিন-৬০)।

উল্লেখিত আয়াতে অধিকাংশ মুফাস্সীরগণ 'দুআ'র অর্থ ইবাদাত নিয়েছেন। অর্থাৎ কেবল এক আল্লাহ্রই ইবাদত কর। যেমন হাদীসেও দুআকে ইবাদাত বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কাছে কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করাও হল ইবাদাত। আর ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়।

দ্বীনের তাবলীগে অর্থোপার্জন প্রবৃত্তি পূজারই নামান্তর

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহসিন আনজুম

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখ্য যে, সূরাহ্ শুআরায় একটি আয়াত অন্ততঃ পাঁচবার ধর্মপ্রচারে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করার জন্য তথা সেইসঙ্গে সেই মিহনতের যথাযোগ্য মূল্য যে পরকালে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করবেন সেজন্যও জোরের সাথে উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পয়গম্বরদের সকলকেই যেমন নূহ, হূদ, সালেহ, লুত এবং শো'আয়ব (আলাইহিস্ সাল্লাম) এর মুখ দিয়ে একথা প্রকাশ করিয়েছেন —

'মুকাম্মাল দ্বীন' অর্থাৎ পরিপূর্ণ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচার করা তথা এরই আলোকে গোটা সমাজের এবং উম্মাতে মুসলিমার ইসলাহ্ সংশোধন করা প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের এক ফরয কর্তব্য। কুরআন ও হাদীসের বহু আদেশ উপদেশের হাওয়ালায় কথাটিকে অক্ষরাক্ষরে প্রমাণ করা যায়। উম্মাতে মুসলিমার জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা —

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ ঃ তোমরাই শ্রেষ্ঠতম মানব সম্প্রদায়। সমগ্র মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্যই তোমাদের নির্বাচন করা হয়েছে। তোমরা সমস্ত ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে আর সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রক্ষা করবে (৩/১১০)।

সূরাহ্ ইউসুফ-এর ১০৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে একথাই বলতে বলেছেন —

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ ঃ তুমি বলো, এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করি সজ্ঞানে এবং আমার যারা অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ্ পবিত্র আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কয়েকটি বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরের হাওয়ালায় 'দারসে হাদীস' পুস্তক প্রণেতা জনাব শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী লিখেছেন — ''সারকথা হলো, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অনুসারী হওয়ার দাবী করবে, তার ওপর তার জ্ঞানের সীমা মুতাবিক দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা অতীব জরুরী, সে নর হোক অথবা নারী, শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী হোক কিংবা কৃষক, শিল্পপতি হোক অথবা শ্রমিক, ডাক্তার হোক অথবা ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক হোক অথবা সাধারণ নাগরিক। সকলকেই তার সাধ্য, ক্ষমতা ও জ্ঞানানুযায়ী দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেই হবে। স্মর্তব্য যে, যার কাছে যতটুকু ইসলামী জ্ঞানবিদ্যা আছে, তা অজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে সেটুকু পৌঁছিয়ে দিতেই হবে'' (পৃষ্ঠা ১৫৫)।

বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনি কর্তব্য পালনের ব্যাপারে গোটা উম্মাতের সকলেই দায়িত্বশীল। কিন্তু তবুও কুরআন হাদীসেরই আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উম্মাতের মধ্যে যাঁরা ইসলামী শিক্ষাদীক্ষায় যত বেশি সৌভাগ্যের অভিকারী, তাঁদের দ্বীনি দায়িত্ব-কর্তব্যও ততধিক। আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসেন, যাকে হিদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, আল্লাহ্ তাকে ইসলামী জ্ঞান বিদ্যা দান করেন, এ কথাও দ্বীন ইসলামেরই কথা। সূরাহ্ আনআম, আন্‌কাবুত, আম্বিয়া, ফাতির ইত্যাদিতে ইসলামী বিদ্যা ও বিদ্বানদের মর্তাবা সম্পর্কে বড়ই মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সূরাহ্ যুমার-এর ৯ নং আয়াতাংশে বিশ্ব প্রভুর স্পষ্ট ঘোষণা —

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

''.... এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা অভিজ্ঞ এবং যারা অনভিজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানী-বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করতে সমর্থ।''

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের প্রকৃত আলিমরাই যে আল্লাহ্‌কে সাচ্চাভাবে এবং সর্বাধিক ভয়-ভক্তি করার ব্যাপারে সমর্থ ও যোগ্যতা প্রাপ্ত এ-কথাটিকে আল্লাহ্ তাআলা সূরাহ্ ফাতির-এর ২৮ নং আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনি জ্ঞান-বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে ওলামায়ে দ্বীনের স্থান সমাজের সর্বোচ্চে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর এক বাণীতে ওলামায়ে দ্বীনের মর্তাবাকে এ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন —

''ইন্নাল ওলামাআ ওয়ারাশাতুল আম্বিয়া''। অর্থাৎ 'আলিমগণই হলেন নাবীগণের উত্তরাধিকারী' (ইবনু মাজাহ্, তিরমিযী হাদীস সহীহ্)।

প্রশ্ন উঠবে যে, উপরোক্ত হাদীসটির মমার্থ কী? সকলেই জানেন যে, নাবী-রসূলগণ পৃথিবীর মানুষদের জন্য সর্বাধিক মূল্যবান যে বিষয়টি ছেড়ে গিয়েছেন সেটি হচ্ছে, বিশুদ্ধ তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান তথা বিনা পারিশ্রমিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও দায়িত্বের পালন। অন্য কথায়, পার্থিব লোভ-লোকসানকে উপেক্ষা করে বিলকুল নির্লোভে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই খুশির জন্য দ্বীনের প্রচার-প্রসার করাই ছিল মহামান্য আম্বিয়াগণের জীবন লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, যাঁরা সৌভাগ্যবশতঃ 'ওয়ারাশাতুল আম্বিয়া' হওয়ার হকদার, তাঁদেরও স্বভাব চরিত্র এবং জীবন লক্ষ্য হবে একান্ত ভাবেই অনুরূপ। আর কেবলমাত্র এই দুর্লভ গুণটির জন্যই তাঁরা হবেন নাবী-রসূলগণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্ঞান বিদ্যার জোরেই নয়, বরং দুর্লভ গুণ ও আমলের জোরেই ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবেন। সূরাহ্ আন্‌আম-এ উচ্চারিত হয়েছে —

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

''প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয়। আর তোমার প্রভু মানুষদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন'' (৬:১৩২)।

পবিত্র কুরআনের নিষ্ঠাবান পাঠকমাত্রই জানেন যে, কোনো নাবী-রসূলই আল্লাহ্‌রই দ্বীন প্রচারে মানুষদের নিকট হতে

সামান্যতমও পারিশ্রমিক ও পুরস্কার আশা করেননি, ভুলেও মনে ও মুখে নাযরানা ও উপহারকে স্থান দেননি। বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃহে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র পক্ষ হতে তারাই ছিল হিদায়াত প্রাপ্ত, তাদেরই পথে তুমিও চল এবং বলে দাও যে, আমি (তাবলীগ ইসলাহ) কাজে তোমাদের নিকট হতে কোনো মজুরীর প্রার্থী নই। এতো শুধুমাত্র সারা দুনিয়ার মানুষদের জন্য এক উপদেশ (সূরাহ্ আনআম ৬/৯০)।

সূরাহ্ ইয়াসীনে উচ্চারিত হয়েছে —

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

অর্থ ঃ অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সুপথে রয়েছে (৩৬:২১)।

আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিতে বলেছেন —

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ.

অর্থ ঃ আমি দ্বীন প্রচারের জন্য তোমাদের নিকট হতে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আর আমি কৃত্রিম লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত নই (সূরাহ্ স্বদ ৩৮/৮৬)।

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ (হে আমার উম্মাত) আমি এ কাজে তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান দাবী করিনা। আমার প্রাপ্য তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে (সূরাহ্ শুআরা ২৬/১০৯)।

দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ প্রেরিত সমস্ত যুগ-কালের নাবী-রসূলগণ এবং সর্বশেষ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দ্বীনের তাবলীগ তথা উম্মাতের ইসলাহ কাজকে আঞ্জাম দেওয়ার পরিবর্তে পারিশ্রমিকরূপে মানুষদের নিকট হতে কোনো কিছুই কামনা করেননি। অন্যদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশকে এবং জ্ঞান বিদ্যাকে নিঃস্বার্থভাবে মানুষদের দরবারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন। জ্ঞান-গরিমাকে, যোগ্যতা-ক্ষমতাকে এবং দায়িত্ব-কর্তব্যকে আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত ও নেয়ামত জ্ঞান করেছেন। আমানতের খেয়ানত করেননি কোনো মতেই। কারণ তাঁরা সকলেই অটল-অবিচল ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 'আমানতের খেয়ানত হচ্ছে ঈমানহীনতার লক্ষণ।' প্রকাশ থাকে যে, আমাদের আলিমগণ হচ্ছেন, এ সকল অতিশয় দায়িত্ব সচেতন ও কর্মবীর মহামান্য নাবী-রসূলদেরই উত্তরাধিকারী। ইসলাম প্রদত্ত এই খেতাব ও সম্মান এক কথায় অতুলনীয় নয় কি?

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ-লজ্জারই বিষয় যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হতে আমাদের ওলামায়ে দ্বীনের একাংশ তাঁদের দ্বীনি জ্ঞান বিদ্যা এবং মুবাল্লিগীকে পেট ও পকেট ভরার মত ঘৃণিত কাজে ব্যবহার করতে বেপরোয়া হয়ে পড়েছেন। এই অইসলামী অপসংস্কৃতির ধারা ধীরে ধীরে বেগবান হতে হতে একালে সেটা একটা প্রায় সর্বগ্রাহ্য প্রথা রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছে। রেওয়াজী জালসা জৌলুসে দ্বীনি বক্তৃতার জন্য তো সুখ্যাত বক্তাদের ব্যাপারে আগে হতেই দর কষাকষি এবং অগ্রিম রাশি জমা করার প্রতিযোগিতা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে। দশ-বিশ হাজার টাকা এখন মামুলি বক্তার মজদুরী। বক্তা সম্রাটদের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার। ইনাদের বাজার বেজায় গরম। এই শ্রেণির লজ্জা শরমহীন বুলবুল বক্তাগণ বছরের কেবল তিনটি মাস ছাড়া বাকি ন' মাসে বহুত-বহুত সংখ্যক রেওয়াজী জালসায় শিকার করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় উপার্জন করেন। এক শ্রেণির আমলহীন মনোরঞ্জন প্রেমি শ্রোতা এবং ব্যবস্থাপকরা ইনাদের বিচিত্র অঙ্গাভঙ্গী, সুরেলা কোকিলকণ্ঠ এবং প্রতিপক্ষের নিন্দাসূচক বাকচাতুর্যের বড় বেশি ভক্ত। পরিতাপের কথা যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামায়ে দ্বীন এই শ্রেণির মতলববাজ বক্তাদের বিরোধিতা অসময়ে চুপিচুপি করলেও প্রকাশ্যভাবে সুসময়ে সোচ্চার হতে বড়ই উদাসীন ও অনিচ্ছুক। ফলে ব্যবসায়ী বক্তাদের তেজারতে এবং উদ্দেশ্যহীন শ্রোতা ও ব্যবস্থাপকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে না, মন্দ প্রথায় ফাটল ধরেনা।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত শ্রেণির স্বার্থবাজ, পেট -পকেট ভরা ইসলামী বক্তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে যোগ্যতম ওলামায়ে দ্বীনের কলমও নেহাতই কম চলছে। বিরলদের অন্যতম হলেন মোহতরম শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব। তিনি লিখেছেন, ''বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলিমগণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে,

যে কোনো ভাবে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন। কুরআন ও সহীহ্ হাদীসেরও সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ বর্তমানে পোষাকী নামমাত্র।..... সমাজ জীবন যখন বিপর্যস্ত, অশ্লীলতা, উন্মত্ততা ও নৈতিক অবক্ষয়ের দাপটে পরিবেশ যখন কলুষিত এবং সজ্জনদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তখন অধিকাংশ 'অরাসাতুল আম্বিয়াগণ' অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় দিবারাত্রি একাকার করে চলেছেন।.... বর্তমানে আল্ কুরআনের অধিকাংশ ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও প্রচারক সাহাবীদের চলার পথ পরিত্যাগ করেছে। ইলমে কুরআন ও তার আনুষঙ্গিক বিদ্যাসমূহ অধ্যয়নের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে পার্থিব সম্পদ-সম্মান ও খ্যাতি অর্জন। বক্তৃতা ও তাফসীর মহাফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা মুমিনের লক্ষ্য, কিন্তু সেটি এখন পোষাকী ভাষামাত্র। বিশেষভাবে বক্তৃতার নামে 'ওয়ায়েযীন' নামক সদা তৎপর দলটি মুসলিম সমাজকে হতাশ করছে। শূন্য হাতে এই যজ্ঞে নাম লিখিয়ে সম্পদের পাহাড় রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। .... দ্বীন প্রচারের নামে তথাকথিত মঞ্চ 'জালসাহ' সজ্জিত হচ্ছে, বক্তাগণ কুরআন প্রচারের নামে সমাজকে শোষণ করে চলেছেন ..... দাবী ও কন্ট্রাক্টর নামে ব্যবসা শুরু হয়েছে .... সুধী ও সুশীল সমাজকে এসব নিয়ে ভাবা দরকার এবং আপত্তিকর আচরণের বিরুদ্ধে সরব হওয়া প্রয়োজন।"

পরিতাপের বিষয় যে, শিয়া সম্প্রদায় এবং ব্রেলেবী শাখার মুসলিমদের ছাড়াও এখনকার কালে দেওবন্দী এবং আহ্লে হাদীস নামে সুপরিচিত ওলামার এক বিরাট অংশও উপরোক্ত দোষ-অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। আখিরাতের ভয়ের চেয়ে তাদের মধ্যেও একালে দুনিয়ার লোভ বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বীনদারীর মধ্যেই দুনিয়াবী স্বার্থোদ্ধারের মনোবৃত্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। ওলামাদের অনেকেই এখন নিজের প্রবৃত্তিকে প্রভু বানিয়ে নিচ্ছেন। অথচ তারা জানেন যে পবিত্র কুরআনের ২৫ নং সূরার ৪৩-৪৪ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তাআলা প্রবৃত্তিপূজকদের কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। সূরাহ্ আরাফ-এর ১৭৫-১৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ্র আয়াত জাননেঅলা বিশ্বাসঘাতক আলীমকে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শেষ করার আগে আসুন আমরা সলজ্জচিত্তে ও ভয়মিশ্রিত মনে প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিম্নোক্ত হাদীসটি স্মরণ করি —

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, "কেউ যদি এমন কোনো জ্ঞানকে অর্জন করে যা শুধুমাত্র আল্লাহ্রই সন্তোষের জন্য অর্জন করা হয় অথচ সে তা হাসিল করেছে পার্থিব কিছু বিনিময় পাওয়ার জন্য — তাহলে সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবেনা" (মিশকাত, হাদীস নং ২২৭০)।

কতই না ভয়ংকর কথা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দ্বীনি বিদ্যা ও জ্ঞান অনুযায়ী মুবাল্লিগ, প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পন্ন। অতএব পথভ্রষ্ট কতিপয় ওলামার দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে আমরাও যদি ভ্রষ্টনীতি গ্রহণ করি, তবে আমরাও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবোই। সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে স্বয়ং সতর্ক থাকা এবং পথভ্রষ্টদের সুপথে ফিরিয়ে আনার সঙ্গবদ্ধ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। জনমত গঠনের মাধ্যমে মতলববাজ বক্তাদের জনপ্রিয়তাকে নস্যাৎ করার আন্দোলনই হবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এ ব্যাপারে সাচ্চা ও আচ্ছা ওলামায়ে দ্বীন, দ্বীনি সংগঠন ও দ্বীনি মাদ্রাসার ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য।

জালসায় বক্তৃতার জন্য যে সকল আলিমগণ সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রত্যেককেই আসা-যাওয়ার সম্মানজনক ভাড়া ছাড়াও সহর্ষে দিয়ে থাকেন দু-চার-পাঁচ-দশ হাজার নগদ অর্থ। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এতটুকু সম্মান এবং সাহায্য যথেষ্ট নয় কি? যে সকল আত্মপূজারী আলিম দ্বীনি সেবার নামে প্রবৃত্তি সুখের তেজারতে মগ্ন তাদের সোস্যাল বয়কট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাদের পশ্চাতে অনর্থক ব্যয় বিধান না করে দ্বীনি সেবার বাস্তবিক কাজে মিল্লাতের কষ্ট সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আত্মপূজারীদের চাকচিক্যময় চক্রান্ত হতে আত্মরক্ষার সুযোগ দান করুন — আমীন।

বজ্রপাত ও মেঘের গর্জনকালীন পড়ার দুআ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর যখন মেঘের তর্জন-গর্জন ও বজ্রধ্বনি শুনতেন তখন কথোপকথন বন্ধ করে এই দুআটি পড়তেন--- সুব্হা-নাল্লাযী-ইয়ুসাব্বিহুর র'দু বিহাম্দিহী-অল্মালা-ইকাতু মিন খী-ফাতিহী (বুখারী)।

অর্থ ঃ আমি ওই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি মেঘের গর্জন যাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করে ও ফেরেশতাকুল যাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে।

৩য় পর্ব

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যা হজ্জ উমরাহ্‌তে মহিলাদের করণীয় ও হজ্জ উমরাহ্ সংক্রান্ত মহিলাদের জন্য ত্রিশটি বিশেষ উপদেশ

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বা'য, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু স্বলিহ আল্ উসাইমীন, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন জিবরীন (রহঃ) ও ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্

ভাষান্তর ঃ উবাইদুর রহমান বিন আব্দুল মান্নান

◆ হজ্জের সময় ঋতু বন্ধ বা বিলম্বিত করার ঔষধ ব্যবহার ◆

প্রশ্ন ঃ হজ্জের সময় মহিলাদের স্বাভাবিক ঋতু বন্ধ বা বিলম্বিত করার জন্য ঔষধ সেবন করে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করার বিধান কী?

উত্তর ঃ মহিলাদের জন্য নিয়মিত ঋতুস্রাবকে বিলম্বিত করে হজ্জের কাজ সমাধা করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা বা সেবন করা জায়িয। তবে এ বিষয়ে মহিলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপরামর্শ গ্রহণের পরই তা ব্যবহার করা উচিৎ এবং রমাযানের ক্ষেত্রেও একই বিধান যদি আপনি অন্যান্য মানুষের সাথে সিয়াম করতে ইচ্ছা করেন তবে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঋতুস্রাবকে বিলম্বিত করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ তামাত্তু হজ্জের ইহরামকারী মহিলার বাইতুল্লাহ্ পৌঁছানোর পূর্বেই যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায় তাহলে তিনি কী করবেন? তিনি কি উমরার পূর্বেই হজ্জ করতে পারেন?

উত্তর ঃ উল্লেখিত অবস্থায় তিনি উমরার ইহরাম অটুট রাখবেন যদি আরাফার দিন পবিত্র হয়ে যান ও সেদিন উমরাহ্ করা সম্ভব হয় তবে তিনি উমরাহ্ সম্পন্ন করে কিছুক্ষণের জন্য হালাল হয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি সেই দিন পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের বাকি কাজ করার জন্য আরাফা চলে যাবেন। আর যদি আরাফার দিনের আগে পবিত্র না হতে পারেন তাহলে উমরাহ্‌কে হজ্জের নিয়তে পরিবর্তন করতঃ এই কথা বলবেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَحْرَمْتُ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِیْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আহরামতু বিহাজ্জিন মায়াউমরাতি।

হে আল্লাহ্! আমি উমরাহ্ সহ হজ্জের ইহরাম করছি। তখন এই হজ্জটি তামাত্তু থেকে কিরানে পরিণত হবে এবং তিনি অন্যান্য মানুষের সাথে অবস্থান করবেন ও হজ্জের বাকি কাজ সমূহ পূর্ণ করে যাবেন। তাঁর ঈদের দিন ইহরাম, তাওয়াফ বা তারপরের দিন সায়ী করা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকেও তামাত্তুকারীর মতই কুরবানী করতে হবে (শাইখ ইবনু জিবরীন)।

প্রশ্ন ঃ সায়ীর স্থান (মাসয়া) কি হারামের অন্তর্ভুক্ত? ঋতুবতী মহিলা কি এর নিকটবর্তী হতে পারে? সায়ীর পর হারামে প্রবেশকারী ব্যক্তির উপর 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ' পড়া কি অজিব?

উত্তর ঃ একথা স্পষ্ট পরিস্কার যে, মাসয়া বা সায়ীর স্থান হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্যই যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী দেওয়াল রয়েছে যদিও তা কম উচ্চতা সম্পন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এটি মানুষের জন্য উত্তম। যদি এটি মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত হতো বা মাসজিদের অংশ হতো তবে তাওয়াফ ও সায়ীর মধ্যবর্তী সময়ে মাসিক হওয়া মহিলাগণ সায়ী করতে বাধাপ্রাপ্ত হতেন। অথচ এ বিষয়ে সর্বজনবিদিত ফাতাওয়া হল যে, তাওয়াফ করার পর কোনো মহিলা ঋতুবতী হলে তিনি সায়ী করে নিবেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, মাসয়া বা সায়ীর স্থান মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ' এর বিষয় হল কেউ যদি তাওয়াফের সায়ী করে পুনরায় মাসজিদে প্রবেশ করেন তবে তিনি 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদে'র স্বলাত আদায় করে নিবেন। আর কেউ যদি 'তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ' ছেড়ে দেন তাতে কোনো দোষ নাই। তবে যখন এখানে স্বলাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত বা সওয়াব আছে সুযোগ থাকলে স্বলাত আদায় করাই উত্তম (শাইখ ইবনু উসাইমীন)।

প্রশ্ন ঃ ভীড়ের ভয়ে রামী-ই-জিমার'-এ প্রতিনিধি নিয়োগ করা কি জায়েয? বিশেষ করে ফরয হজ্জে? না নিজে কাঁকর মারবেন?

উত্তর ঃ প্রচণ্ড ভীড়ের সময় মহিলাদের পক্ষ হতে কোনো পুরুষকে রামী-ই-জিমার বা শয়তানকে কাঁকর মারার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয বা বৈধ। যদিও তা সেই মহিলার ফরয হজ্জ হয়। তার অসুস্থতার কারণে হোক বা দুর্বলতার কারণে হোক

অথবা গর্ভবতী গর্ভ রক্ষায় সতর্কতার কারণে হোক। এভাবেই মান-সম্ভ্রম, ইজ্জতত বাঁচাতে সচেষ্ট হতে হবে। অত্যধিক ভীড়ে শালীনতা রক্ষার সাথে নিজের সম্মান নষ্ট না হয় তার লক্ষ্য রাখতে হবে (ফাতাওয়া লাজনাতুদ্ দায়িমাহ্)।

◆ হজ্জে হায়েয ও নিফাসের বিধান ◆

প্রশ্ন ঃ কোনো মুসলিম মহিলার হজ্জের সময় ঋতু বা মাসিক শুরু হলে তার বিধান কী? তাঁর কি এ অবস্থায় হজ্জ করা জায়েয?

উত্তর ঃ হজ্জের সময় কোনো মহিলার মাসিক বা ঋতুস্রাব হলে তিনি অন্যান্য হাজীদের মতই হজ্জের সকল কাজ করবেন, কেবলমাত্র বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করবেন না। যখন পবিত্র হবেন গোসল করে তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। আর যদি বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সকল কাজ করার পর মাসিক বা হায়েয হয় তবে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই মক্কা ত্যাগ করতে পারবেন অর্থাৎ বাড়ি ফিরে আসতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ছুটে যাওয়া কোনো দোষণীয় নয় বরং হজ্জ বিশুদ্ধ হবে। এ বিষয়ে মূলভীত্তি হল তিরমিযী ও আবু দাউদে বর্ণিত হাদীস যা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে —

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلنُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ اِذَا أَتَتَا عَلٰى الْمِيُقَاتِ تَغْتَسِلَانِ وَ تُحْرِمَانِ وَ تَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা মীকাতে পৌঁছানোর পর গোসল করবে, ইহরাম বাঁধবে এবং বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে (আবূ দাউদ ১৭৪৪, তিরমিযী ৯৪৫)।

সহীহ্ সূত্রে আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে —

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ الْعُمْرَةَ فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ غَيْرَ اَلَّا تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَا.

আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উমরার কাজ পালন করার পূর্বেই ঋতুবতী হয়ে যান। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে বলেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধো পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবেনা এবং অন্যান্য সাধারণ হাজীদের ন্যায় সমস্ত কাজ করে যাও। আর তোমরা উমরাহ্‌কে হজ্জে পরিবর্তন কর।

আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে —

عَنْ عائشة ، أَنَّ صَفِيَةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِىَ ـ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ : فَلَا اِذًا.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সমধর্মিনী সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঋতুবতী হলেন এবং পরে একথাটি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অবগত করানো হয়। তখন তিনি বলেন, সেকি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? তারা বলেন, তিনি তো তাওয়াফে ইফাযাহ্ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তাহলে তো আর কোনো বাধা নেই (সহীহুল বুখারী ১৭৫৭)।

وَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتِ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذُكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَحَابِسَتُنَا هِىَ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْتَنْفِرُ.

আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাওয়াফে ইফাযাহ্ করার পর হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

আরো বলেন, আমি তার হায়েযের কথা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট উল্লেখ করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! সে তাওয়াফে ইফাযাহ্ করার পর হায়েযগ্রস্ত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তাহলে সে রওয়ানা হতে পারে (সহীহ্ মুসলিম ৩১১৩, ফাতাওয়া আল্ লাজনাতুদ্ দায়িমাহ্)।

و صلى الله على نبينا محمد و على اله وصحبه و سلم.

◆ বিশেষ উপদেশ মালা ◆

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক নাবীকুল শিরোমনি নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর সাহাবাগণের উপর ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অগণিত অনুসারীদের উপর। অতঃপর —

হজ্জ ও উমরাহ্ পালনের নিয়াত পোষণকারী হে মুসলিম বোনেরা! প্রথমতঃ আপনারা ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করুন যাতে আপনারা পূর্ণ প্রতিদান বা সাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন এবং মকবুল হজ্জ বা উমরার মাধ্যমে সফল হতে পারেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা প্রদত্ত শারীয়ত আঁকড়ে ধরা ও হারাম বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা আপনাদের জন্য জরুরী। জ্ঞান ও দলীল ভিত্তিক হজ্জ পালনে আগ্রহী হওয়া অত্যাবশ্যক।

সকল নসীহত বা উপদেশমালাগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন ও তার প্রতি আমল করুন, তবেই ইনশা-আল্লাহ্ আপনারা সফলতা লাভ করবেন।

প্রথম উপদেশ ঃ আপনার বাড়ি বা বাসা হতে বের হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলার জন্য নিয়াত পরিশুদ্ধ রাখতে ভুলবেন না। যতক্ষণ না আপনার ইবাদত আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ আপনি আপনার বাড়ি বা বাসা হতে আতর বা সুগন্ধি জাতীয় বস্তু ব্যবহার করে বা সৌন্দর্য প্রকাশ করে বের হবেন না। কেননা এমনটি আপনার জন্য হারাম। আর এহেন মর্যাদাপূর্ণ সফরের সাথে এর কোনো রকমের সম্পর্ক নাই।

তৃতীয় উপদেশ ঃ মাহরাম ছাড়া সফর থেকে বিরত থাকুন। কেননা মাহরাম ছাড়া আপনার জন্য সফর করা হারাম। এতে আপনার হজ্জ শুদ্ধ হবেনা মর্মে একদল বিজ্ঞ উলামার ফাতাওয়া রয়েছে। কিন্তু যে সকল উলামা হজ্জ হয়ে যাওয়ার পক্ষে রয়েছেন তাঁদের কথা হল মাহরাম ব্যতীত সফর করার জন্য আপনি কাবীরা গোনাহ্গার হবেন। মাহরাম না থাকলে আপনার জন্য হজ্জ ফরয নয়। মাহরাম হওয়ার জন্য সাবালক ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন পুরুষ হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং কোন পাগল বা বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগী ও শিশুরা মাহরাম হতে পারেনা।

চতুর্থ উপদেশ ঃ আপনি যদি বয়ঃবৃদ্ধির কারণে হজ্জ করতে অপারগ হন বা এমন অসুখ যাতে আরোগ্য লাভের আশা ছেড়ে দিয়েছেন অথবা বাইতুল্লাহ্ পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় আপনার সম্পদ থাকলে আপনার পক্ষ হতে কাউকে আপনার প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। যিনি আপনার পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরাহ্ পালন করবেন।

পঞ্চম উপদেশ ঃ ইহরামের জন্য আপনি সাদা কাপড় পরিধান করবেন না। যেমন কিছু মহিলা হজ্জ বা উমরার জন্য পরিধান করে থাকেন। কেননা এতে প্রকৃত পর্দা রক্ষা করা যায় না। আর এটা পূববর্তী মহিলাদের পোষাক নয়। এতে পুরুষদের পোষাকের সাদৃশ্য হয়ে যায় যা হারাম।

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ হজ্জের সময় প্রয়োজনে মাসিক বা ঋতু বন্ধের ঔষধ ব্যবহার করা আপনার জন্য বৈধ। যাতে আপনি হজ্জ বা উমরার যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। যদি তা আপনার জন্য কোন প্রকার ক্ষতির কারণ না হয়। আপনার সুস্থ থাকার জন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসকের সুপরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ।

সপ্তম উপদেশ ঃ আপনি যদি গর্ভবতী বা সন্তান সম্ভবা মহিলা হন এবং হজ্জের সময়েই নিফাসের আশংকা করেন তবে ইহরাম পরিধানের সময় এ শর্ত লাগিয়ে বলবেন যে —

اِنْ حَبَسَنِىْ حَابِسٌ فَلِىْ اَنْ اُحِلَ.

কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে আমি হালাল হয়ে যাব।

যখন আপনার নিফাস শুরু হয়ে যাবে আপনি ইচ্ছা করলে হালাল হয়ে যেতে পারেন তাতে আপনার কিছুই লাগবেনা। আবার ইচ্ছা করলে হজ্জের হুকুম বা বিধি পালন করে যেতে পারেন।

৫ম পর্ব

আসল আহ্‌লুস সুন্নাহ্ কে?

মূল ঃ ফাযীলাতুশ্ শায়খ হাফিয আব্দুল্লাহ্, ভাগলপুর
অনুবাদক ঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

হানাফী ঃ শিয়া তো ইমামকে মা'সুম বা নিষ্পাপ বলে, আমরা ইমামকে নিষ্পাপ বা মা'সুম বলি না।

মুহাম্মাদী ঃ মুখে না বললেও নির্দোষ ও নিষ্পাপ মনে করে। তবেই তো তাঁর নামে মাযহাব তৈরি করে হানাফী বলে। এজন্যই আমরা বলি ইসলামে নাবীগণ ছাড়া কেউ ইমাম হতে পারে না। যদিও কাউকে ইমামে আ'যাম বানানো হয়।

হানাফী ঃ আমরা তো ইমাম বানিয়েছি কারণ কিয়ামত দিবসে ইমামদের নামে বা সাথে আহ্বান করা হবে। যেমনটি কুরআনে আছে — يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ.

অর্থ ঃ যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ইমামসহ ডাকব (বানী ইসরাঈল ১৭/৭১)।

মুহাম্মাদী ঃ এই আয়াতে (امام) ইমাম-এর অর্থ হল আমলনামা। আপনাদের বানানো ইমাম না। কেননা এ আয়াতেরই বাকী অংশ — فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. দ্বারা স্পষ্ট ''যাদের ডান হাতে তাদের 'আমলনামা' দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে।'' সেইদিন কারো উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

যদি ইমাম থেকে ইমামই অর্থ নেওয়া হয়, তবে ওই ইমাম নয় যা আপনারা বানিয়েছেন। বরং ইমাম থেকে ঐ ইমামের অর্থ যা আল্লাহ্ তাআলা বানিয়েছেন, অর্থাৎ নাবীগণ। কিয়ামতের দিন উম্মাতদেরকে নাবীদের নামে ডাকা হবে। এই অমুক নাবীর উম্মাত এসো, এই অমুক নাবীর উম্মাত এসো। কবরে বলা হবে — 'তোমার নাবী কে?' প্রত্যেক উম্মাতকে তার নাবীর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। অতএব সৌভাগ্যবান তারাই যারা কাউকে ইমাম বানিয়ে তাক্বলীদ করেনি বরং নাবীদের আনুগত্য করে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে। এটাই তো আছে ইবনু কাসীরে —

هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

আহ্‌লুল হাদীসদের এটা বড়ই মর্যাদা রয়েছে। কেননা, তাদের ইমাম হলেন নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। তারা তো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে জান্নাতে চলে যাবে এবং ইমামদের মুকাল্লিদগণ দাঁড়িয়ে থেকে যাবে। অতঃপর তারা তাদের তৈরিকৃত ইমামের সাথে জাহান্নামে চলে যাবে।

হানাফী ঃ কি! আমাদের ইমাম কি জাহান্নামে যাবে?

মুহাম্মাদী ঃ কে আপনাদের ইমাম?

হানাফী ঃ আমাদের ইমাম, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)।

মুহাম্মাদী ঃ তিনি আপনাদের ইমাম কীভাবে? আল্লাহ্ কি তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন?

হানাফী ঃ আল্লাহ্ তো বানাননি।

মুহাম্মাদী ঃ তবে কি তিনি নিজে বলেছেন যে, আমি তোমাদের ইমাম, আমার তাকলীদ করবে?

হানাফী ঃ তিনি তো বলে যাননি।

মুহাম্মাদী ঃ তারপরও কীভাবে তিনি আপনাদের ইমাম হয়ে গেলেন?

হানাফী ঃ আমরা তো তাঁকে ইমাম মানি এবং নিজেদের ইমাম মনে করি।

মুহাম্মাদী ঃ আপনাদের মনে করা আর বলাতে কী হবে? যদি এভাবে ইমাম তৈরি হয় তো আপনার ধারণা কি, ইমাম আবু হানীফা যাকে দেওবন্দী ও ব্রেলবী উভয়েই ইমাম মানে। দেওবন্দী ও ব্রেলবীর উভয়ের কাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন? কেননা দেওবন্দী ও ব্রেলবী উভয়েই তো জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা তারা একে অপরকে কাফির বলে। যদি ব্রেলবী জান্নাতে যায় তবে দেওবন্দী জাহান্নামে যাবে, আর যদি দেওবন্দী জান্নাতে যায় তবে ব্রেলবী জাহান্নামে যাবে। ইমাম আবু হানীফা কার সাথে থাকবেন? যদিও তিনি উভয়েরই ইমাম। অনুরূপভাবে যদি শিয়ারা নিজের ইমামের সাথে জান্নাতে চলে যায় তবে সুন্নীরা তাদের ইমামের

পরবর্তী অংশ ২৬ পাতায়

শেষ পর্ব

ক্রোধের ভয়াবহতা ও তার শারঈ চিকিৎসা

হাসিবুর রহমান বুখারী

(৫) ক্রোধ সংবরণকারীর জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার ঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُئُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللّٰهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

সাহ্ল ইবনু মুআয ইবনু আনাস আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে লোক তার ক্রোধকে বাস্তবায়ণ করার ক্ষমতা রেখেও তা নিয়ন্ত্রণ করে — আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামাত দিবসে তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে জান্নাতের যে কোনো হুর নিজের ইচ্ছামাত বেছে নেওয়ার অধিকার দিবেন (দাউদ হাঃ ৪৭৭৭, তিরমিযী হাঃ ২০২১-২৪৯৩)।

(৬) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী সর্বাধিক বীর ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়. বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে (বুখারী হাঃ ৬১১৪, মুসলিম হাঃ ২৬০৯)। উদাহরণ ঃ **(i)** এক্ষেত্রে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শিক্ষণীয় আদর্শ ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً - قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ اِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ - ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِىْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত—তিনি বলেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড় যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদরখানা ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদরখানা টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দান করার আদেশ করলেন (বুখারী হাঃ নং ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসলিম হাঃ নং ১০৫৭)।

(ii) এক্ষেত্রে আমাদের জন্য উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শিক্ষণীয় আদর্শ ঃ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَ كَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً أَوْ كَانُوْا شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ يَا أَبْنَ أَخِىْ هَلْ لَكَ وَجْهٌ

عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَ لَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ اَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) وَ اِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ''উয়াইনাহ্ ইবনু হিসন ইবনু হুযাইফাহ্ এসে তাঁর ভাতিজা হুর ইবনু কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হুর ছিলেন তাদের একজন। কারীগণ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মজলিসের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর 'উয়াইনাহ্ তাঁর ভাতিজাকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন উয়াইনাহ্‌র জন্য এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ্ উমারের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে অধিক অধিক দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে সুবিচারও করেন না। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তাআলা তো তাঁর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলেছেন, ''ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর''। আর এই ব্যক্তি তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র কসম উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধানের সামনে চুপ হয়ে যেতেন (বুখারী হাঃ ৪৬৪২, ৭২৮৬)।

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় আয়নার মতো স্বচ্ছ হল ঃ (ক) ক্রোধ উভয় জগতের জন্যই ধ্বংসাত্মক বিষয়। (খ) এটা পেশাব পায়খানার মতো কোনো অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক চাপ নয় যা সংযত করা যাবে না, বরং আমরা চাইলেই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। (গ) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় জীবনে অগণিত কল্যাণ হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র কাছে করুন আবেদন করি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকলকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দান করে উভয় জীবনকে কল্যাণময় করে তোলো — আল্লাহুম্মা আমীন।

---

২৪ পাতার পর —

সাথে কোথায় যাবে? যদি সুন্নী তাদের ইমামের সাথে জান্নাতে চলে যায় তবে শিয়ারা কোথায় যাবে? উভয়েই তো জান্নাতে যেতে পারবে না। আপনারাই বলুন শিয়া ইমাম জান্নাতে যাবেন নাকি সুন্নী? যদিও উভয় দলের ইমাম সৎ ও পরহেযগার ছিলেন। অবশ্যই তাঁরা জান্নাতে যাবেন ইন্‌শা-আল্লাহ্।

হানাফী ঃ আপনার কথাতো ঠিকই। ইমামদের বিষয় বড়ই কঠিন।

মুহাম্মাদী ঃ আমাদের মুকাল্লিদ ভায়েরা বলে — اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. মানুষ যাকে ভালোবাসবে তার সাথে থাকবে। আমরা ইমামদের ও অলীদের সঙ্গে থাকবো কেননা আমরা তাঁদের ভালোবাসি। আহ্‌লুল হাদীসরা কাউকেই মানে না। সুতরাং তারা কারো সঙ্গে থাকতে পারেনা। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যদি ভালোবাসার মানদণ্ড এটাই হয় যা আপনারা বুঝেছেন। তবে কি বর্তমানের ঈসায়ীরা (খৃষ্টান) যারা ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে ভালোবাসার দাবীদার তারা কি ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে জান্নাতে যাবে?

শেষ পর্ব

দূর আরবের স্বপ্ন

মোহাম্মদ জাকারিয়া

মীনা এলাকার সীমাসংলগ্নেই আকাবাহ্ (একটি গিরিপথ)। হজ্জের মরশুমে নাবীজি মীনা এলাকায় ব্যতিব্যস্ততা ও ছোটাছুটির সময় ঐ আকাবাহ্-এর নিকটবর্তী ৭/৮ জন লোক দেখতে পেলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন তারা মদীনাবাসী। খাজরাজ গোত্রের লোক বলে পরিচয় দিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন।

মদীনায় ইহুদী জাতির আধিক্য। তারা আসমানী কিতাবের ধারক। তারা জানতো এবং বলে থাকত যে, একজন সর্বশেষ পয়গম্বরের অবির্ভাব হবে এবং আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী। এমনকী তারা ভেজাল তওরাত কিতাবের মর্মানুসারে অন্য জাতির লোকদেরকে তর্ক ও বিবাদ স্থলে বলত যে সেই নাবীর আবির্ভাব হলে তিনি আমাদের দলে যোগদান করবেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করব। এই ধরণের কথা মদীনাবাসী লোকগণ ইহুদীদের মুখে শুনে থাকত।

মদীনার লোকজন নাবীজীর কথাবার্তা ও কুরআন তেলাওয়াত শুনে ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আসলে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, ইহুদীদের নাবী ইনিই। অতএব আমরা এ সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ব না। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো।

১। আসাদ ইবনে যুরারা — ইনি পরপর ২/৩ সম্মেলনে হাজির ছিলেন।

২। আওফ ইবনে হারেস — বদর জিহাদে শহীদ।

৩। রাফে ইবনে মালিক — ওহুদ যুদ্ধে শহীদ।

৪। ওৎবা ইবনে আমের — আকাবার ৩ সম্মেলনে উপস্থিত।

৫। ওকবা ইবনে আমের — সমস্ত জিহাদে অংশগ্রহণকারী।

৬। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ — বদর সহ অন্যান্য জিহাদে শরীক।

মদীনায় ইসলামের প্রসার এবং তথায় বিশ্ব ইসলাম কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদীনার আকাশে প্রিয় নাবীর চন্দ্রোদয়ের আকাশে আকাবা ইতিহাসে শীর্ষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ এখানে নবুওয়তের দশম বৎসরে ৬ জন ইসলাম গ্রহণ করে ইতিহাস রচনা করেন।

পরবর্তী বছরে ঐ স্থানেই ১২ জন মাদীনাবাসী হজ্জের সময়ে নাবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তৃতীয় বছরে ঐ সময় ঐ স্থানেই ৭০ জন মদীনাবাসী নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলামী বায়আতের প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল নিম্নরূপ —

১। আমরা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর উপাসনায় তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর আধিপত্য ও অধিকারে কোনো অংশীদার বা শরীক সাব্যস্ত করবো না।

২। আমরা চুরি ডাকাতি তথা কোনো প্রকারে পরের দ্রব্য হরণ করবো না।

৩। ব্যভিচার করবো না।

৪। সন্তান নিধনের পন্থা ও নীতি অবলম্বন করবো না।

৫। (কারোও প্রতি) মিথ্যা গড়ানো অপবাদ ও দোষারোপ করবো না।

৬। আমরা সৎ কর্মে, ন্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হবো না।

৭। শক্ত হোক বা নরম, কঠিন হোক বা সহজ, মনোমত হোক বা মনোবিরোধী, সর্ববিষয়ে এবং সর্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য থাকব, আপনার আদেশে চলবো।

৮। নিজের স্বার্থ-বিরোধী, অন্যের স্বার্থমুখী আদেশ ও পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য থাকব।

৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নেব না।

১০। সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে সত্য ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় থাকব।

আকাবার এই সম্মেলন গোপনীয়তার মধ্যে হল। দীক্ষা গ্রহণও ঐ রূপেই হল। সব কিছু মক্কার শত্রুদের অবগতির অন্তরালে হল এবং মদীনার লোকেরা স্বদেশে যাত্রা করল। আর নাবীজির কাছে তাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করল যে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে পারেন এবং ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন, এমন একজন লোক আমাদের কাছে পাঠান। সে মতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিশিষ্ট সাহাবী মুসআব ইবনে ওমায়েরকে মদীনায় প্রেরণ করলেন।

মুসআব সর্বপ্রথম মক্কা হতে মদীনায় পৌঁছলেন। তিনি

ছিলেন মক্কার এক ভোগবিলাসপূর্ণ পরিবারের মধ্যমণি। তাঁর পিতার ছিল অগাধ ধনদৌলত। দ্বীন ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পিতার ধনসম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে গেছিলেন।

মুসআব মদীনায় আসআদ ইবনে যুরারা-র গৃহে অবস্থান করলেন। তিনি আকাবার প্রথম বছরের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসআব মদীনায় ইসলামের এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালালেন। এমনকী 'মুকরিল মদীনা' বা মীদনার শিক্ষক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি মদীনার মুসলিমগণের ইমামও ছিলেন। জামাআতে স্বলাতও পড়াতেন। এই সময় মদীনায় মুসলিমের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছেছিল (যোরকানী ১/৩১৫)।

মুসআব মদীনার মুসলিমদের সপ্তাহে এক দিন একত্রিত হবার এবং বিশেষভাবে ইবাদাত করার ব্যবস্থা করলেন। এর জন্য শুক্রবার দিন ধার্য্য করে দিলেন। অবশ্য তখনও জুমআ ফরয হয়নি। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিমদের শুক্রবার দিনে একত্রিত হবার এবং বিশেষভাবে ইবাদাত বন্দেগী করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিমধ্যেই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র তরফ হতে অহী মারফৎ শুক্রবারে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হলেন। কিন্তু মক্কায় তা করা সম্ভব নয়। তাই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মুসআবকে পত্র দ্বারা এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠালেন। বিশেষভাবে এটাও লিখলেন যে, দুপুর বেলায় সূর্য ঢলবার পর সমবেতভাবে দু'রাকাআত স্বলাতও পড়বে। মুসআবই সর্বপ্রথম মদীনায় জুমআর স্বলাতের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী। পরবর্তীতে নাবীজি হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলে আনুষ্ঠানিকভাবে জুমআর স্বলাত ফরয হবার নির্দেশ আসে সূরাহ্ জুমআর মাধ্যমে।

তখন হতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফরয রূপে জুমআর স্বলাতের জামাআত পরিচালনা করেন (যোরকানী ১-৩১৫)।

মদীনার দুই প্রসিদ্ধ বংশ বনু জাফর এবং বনু আব্দুল আসহাল। একদিন আসআদ মুসআবকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বংশদ্বয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের জন্য রওয়ানা হলেন। বসলেন ঐ মহল্লার একটি বাগানে। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক তথায় এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। মুসআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন। অতঃপর পাক পবিত্র হয়ে সাআদ এবং ওসায়েদ দুই সর্দার (আসহাল ও বনু হারেসা গোত্রের) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলেন।

সাআদ তাঁর আশহাল গোত্রের লোকদেরকে বললেন, তোমরা শোন! যতক্ষণ না তোমাদের নারী-পুরুষ এক আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো ততক্ষণ আমি তোমাদের কারও সাথে কথা বলব না। আসহাল সর্দার সাআদ এবং ওসায়েদের এই ঘোষণায় ঐ বংশের নর-নারী, আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তায়েফে নাবীজির সফর অসাধারণ ত্যাগ ও সাধনার ছিল। পয়গম্বরের কাজ তিনি পরিপূর্ণ ভাবে করেছিলেন। তাঁর কাজ তিনি করেছিলেন। কিন্তু হেদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্ এর কাছে সে সময় হয়ত তখনও হয়নি। তাই তায়েফের মানুষের কাছে নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়েও তায়েফের মানুষদের জন্য বদ্দুআ করতে পারেননি। জীবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) একে ধ্বংস করে দেবার অনুমতি দিতে পারেননি। তাই সোনা ফলেছিল পরবর্তীতে। স্রষ্টার ইচ্ছায় একত্ববাদের প্রচার মক্কা ও তায়েফ ছেড়ে মদীনার দিকে মোড় নিল। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা নাবীজির সাফল্য। মুসআবের পরিশ্রমের ফল। মদীনায় এরূপ পরিবার তখন কমই ছিল যে পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেনি। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় ইসলামের মহিমা চর্চায় মদীনা মুখরিত হয়ে উঠল। পরবর্তীতে নাবীজির হিজরতের পর মদীনা ইসলাম চর্চার পত্র, পুষ্প ও পল্লবে শোভিত হয়ে উঠল।

ঋণ পরিশোধের দুআ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলছেন, তোমার উপর পবর্ততুল্য ঋণ থাকে তাহলে এই দুআর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা সেটাকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন। দুআটি নিম্নরূপ —

আল্লা-হুম্মাকফিনী-বিহালা-লিকা আন্ হারা-মিকা অ আগ্‌নিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-কা (তিরমিযী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার প্রদত্ত হালাল মাল দ্বারা হারাম হতে বাঁচার জন্য তুমি আমার সহায়ক হও। আর তোমার অনুগ্রহের দ্বারা অন্যের দারস্থ হওয়া হতে আমাকে ধনী করে দাও।

বর্বর আদর্শ!!

আব্দুর রাকীব বুখারী-মাদানী

'অন্ধকারেরও নিজস্ব একটি রূপ আছে।' তাহলে অন্য কিছুরও একটি রূপ হওয়া কাম্য। তাই জগতের সবকিছুতে কিছু না কিছু আদর্শ দেখা যায়। সবার নিজস্ব কিছু আদর্শ রয়েছে কিছু রূপ রয়েছে। এমনকী জড়পদার্থ এবং জীবজন্তুর মধ্যেও কিন্তু আর্দশ বিরাজমান। সূর্য কর্তৃক আলো আমরা পাই কিন্তু সে তার আলো দ্বারা জগতকে জ্বালিয়ে আঙ্গার করে না। বাতাস তার দাপট সব দিন দেখায় না। মেঘ তার গর্জনে কানের শ্রবণ ক্ষমতা হরণ করে না। বৃক্ষ সে তার ফল-মূল দ্বারা জগতবাসীকে নিরাশ করে না।

হিংস্র প্রাণীদেরও একটি নিজস্ব স্বভাব রয়েছে। সে যতই হিংস্র হোক না কেন তার বুকেও পাপড়ির মত কমল হৃদয় রয়েছে। অনেক সময় হিংস্র বাঘ গরুছানা-হরিণছানা শিকার করে, তার সাথে খেলা করে অতঃপর নিজ দয়ায় তার জাল থেকে স্বাধীনও করে দেয়। অনেক সময় চিতা বানরের বাচ্চাকে পরশ দেয়। আর অনেক সময় গরিলা মানব শিশুকে কোলে নেয়।

গৃহপালিত পশুর কথা নাই বা বললাম। একটি গরু তার মালিকের বাড়ি ছেড়ে হাটে-বাজারে বিক্রয়ের সময় অশ্রু ঝরায়। ছাগল তার মালিকের সাথে বিছানায় রাত যাপন করে। হাঁস, মুরগি, বিড়াল এবং কুকুরের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু কি বলবেন বর্তমান যুগের কিছু মানবরূপী পাথরের থেকেও মজবুত ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে। জীবনের চেয়ে মানুষের নিকট আর মূল্যবান কিছু হতে পারে না। সেই জীবনটাই নেওয়ার জন্য যদি তারই মত কোনো মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে। পাখিকে আজ কেউ গুলি করে মারে না; কারণ তারা পাখির সংরক্ষণে আইন বানিয়েছে। নাহলে বলতাম পাখির ঝাঁকে নিষ্ঠুরের মত গুলি করে যেমন কেউ স্বাধীন উড়ন্ত পাখিদের মাটির কোলে ফেলে দেয়, তেমন নিরীহ মানুষের দলে ঢুকে যদি কেউ অবলীলাক্রমে গুলি বর্ষণ করে তাদের শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়, নিথর দেহগুলি থেকে উষ্ন লাল রক্ত ভেসে যখন সেখানকার টাইলস-মার্বেল ও কার্পেট রঙ্গীন করে দেয়, তখন তাদের রক্তে ভেজা পা নিয়ে যদি সেই নরপিচাশ আবারও মরদেহগুলির উপর তুলা ধুনার মত গুলি বর্ষণ করে, পাশ থেকে কেউ মুমূর্ষাবস্থায় কাতর মৃদু স্বরে সাহায্যের জন্য 'হেল্প মী' বলে প্রাণ ভিক্ষা চায়, আর সেই মানবরূপী ভয়ংকর দানব যদি তার আর্তনাদ শোনার বদলে ঠিক তার মাথায় ধড় ধড় করে একাধিক গুলি করে মাথার মগজ ছিটকে দেয়, তাহলে সেই মানুষের মধ্যে জগতের সবচেয়ে ভয়ংকর জঘন্য, হিংস্র, পাষাণ, বিশ্রী ও কুশ্রী রূপ রয়েছে তা এমনিতেই স্বীকার করতে হয়

কী লাভ মানুষ হয়ে যদি নিজেকে ছাড়া অন্যকে মানুষ ভাবতে না পারি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি মানুষকে পশুর চেয়ে অধম ভাবি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি পশুত্ব নিজের মধ্যে লালন করি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি জীব-জন্তুর প্রাণের সুরক্ষা করি আর মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি প্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য নির্মাণ করি আর মানুষের জন্য ফুটপাথে জায়গা করি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি বন্যপ্রাণী মানব শিশুকে কোলে নেয় আর আমরা তাদের তেলে ভাজি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি জঙ্গলে পশুরা দল বেঁধে তাদের শত্রু দমন করে আর আমরা নিরস্ত্র নিরীহ লোকদের ঘেরাও করে নির্বিচারে তাদের যবাই করি! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি চিৎকার ও হুঙ্কার দিয়ে পশুরা শত্রু ভাগায় আর আমরা আপন বাক শক্তিকে লাগাম দিয়ে হাত দ্বারা টেবিল চাপড়াই! কী লাভ মানুষ হয়ে যদি ...... কী লাভ মানুষ হয়ে যদি ....।

একদা কাদেসিয়্যার সরজমিনে কায়স বিন সা'দ এবং সাহল বিন হানীফ অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে তাদের নিকট হতে সেই দেশের একটি জানাযা অতিক্রম করে। এ দেখে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে যান। কেউ পাশ থেকে বলে উঠে : এটা এ দেশের লোকের মৃতদেহ (অর্থাৎ অমুসলিমের মৃত দেহ সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন নেই)। তখন তারা উভয়ে বললেন : একদা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট হতে এক জানাযা অতিক্রম করে। দয়ার নাবী উঠে দাঁড়ান। এ দেখে তাকে বলা হয়, এটা তো ইহুদীর জানাযা। তখন বিশ্বনাবী বললেন, ''সে কি একটি আত্মা নয়?'' (সহীহ্ মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, জানাযার জন্য দাঁড়ানো অনুচ্ছেদ)।

যে ধর্মের নাবী তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দিলেন যে, যেহেতু সে একটি আত্মা তাই সে অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর সম্মান করো, তাঁর কদর করো। কিন্তু জগতবাসী সেই দয়ার নাবীর অনুসারীদেরই আত্মা হিসাবে বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক।

আজ জগতবাসীকে বলবে যে, নিউজিল্যান্ডের মাসজিদের মুসল্লীরা কি আত্মা নয়? ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা কি আত্মা নয়? মায়ানমারের মুসলিমরা কি আত্মা নয়? কাশ্মীরের নারী-পুরুষরা কি আত্মা নয়? কমপক্ষেও কি আত্মা নয়!!!???

৫ম পর্ব

أحكام الأذان والأقامة

আযান ও ইক্বামাতের বিধান

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(৪৯) শৌচাগারে থাকা অবস্থায় আযানের উত্তর দান ঃ ইমাম নবাভী বলেন, মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় আল্লাহ্‌র যিকর করা ও কথা বলা অপছন্দনীয়, খোলা জায়গায় হোক অথবা শৌচাগারে। নিরূপায় অবস্থা ছাড়া সেখানে সকল প্রকার যিকর ও কথা মাকরূহ। এমনকী আমাদের কিছু সঙ্গীর বক্তব্য, হাঁচি পেলে আল্ হামদুলিল্লাহ্ বলা এবং হাঁচিদাতা, সালামদাতা এবং মুয়ায্‌যিনের উত্তর দুআও নিষিদ্ধ। তবে এ সব কাজ অপছন্দনীয় হলেও হারাম নয়। যদি হাঁচিদাতা জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে আল্ হামদুলিল্লাহ্ বলে দেয় অসুবিধা নেই। একই হুকুম সহবাসের ব্যক্তির জন্যও (আল্ আযাকর ১/৬৮)। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসগুলি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। (ক) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রস্রাব করছিলেন। সে ব্যক্তি (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৫৫)। (খ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি একটি দেওয়ালের কাছে গিয়ে তায়াম্মুম করলেন, অতঃপর তার সালামের উত্তর দিলেন (আবূ দাউদ হাঃ ৩৩১, সূত্র হাসান) এবং (গ) জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, তিনি তার সালামের উত্তর না দিয়ে তাকে বললেন, যখন তুমি আমাকে এহেন অবস্থায় পাবে আমাকে সালাম দিও না। আর যদি তুমি এমনটা করো তবে আমি তোমার উত্তর দিবো না (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩৫২, সূত্র হাসান)। কিন্তু কিছু লোক উক্ত অবস্থায় উত্তর দেওয়া জায়েযের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন, আম্মা আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর প্রতিটি সময়েই আল্লাহ্‌র যিকর করতেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৫৮)। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। বরং উত্তম হ'ল, এ সব জায়গায় কোনো প্রকার যিকর না করা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সবসময় যিকর করলেও এ অবস্থায় করতেন না। সুতরাং তিনি শৌচাগার থেকে বাইরে এসে 'গুফরানাকা' বলতেন (আবূ দাউদ হাঃ ৩০, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৩০০ সূত্র সহীহ্)।

(৫০) আযানের উত্তর দেওয়ার পর সুন্নাতী যিকর ঃ
(ক) ইব্রাহীমী দরূদ পাঠ করা ঃ কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনার প্রতি 'সালাম' কীভাবে পাঠ করবো তা আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি 'স্বলাত' কীভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন, তোমরা বলো —

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা স্বল্লি আলা-মুহাম্মাদ অ আল-আ-লি মুহাম্মাদ, কাম-স্বল্লায়তা আলা-ইব্রাহীমা অ আল-আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা-মুহাম্মাদ অ আল-আ-লি মুহাম্মাদ, কাম-বা-রকতা আল-ইব্রাহীমা অ আল-আ- লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ (বুখারী হাঃ ৩৩৭০, মুসলিম হাঃ ৬১৩)

(খ) অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে বলবে —

وَ أَنَـا أَشْهَدُ أَنْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ، وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُـهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ ঃ ‘‘অ আনা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, অহদাহু লা-শারীকালাহু, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রসূলুহু, রযীতুবিল্লা-হি রব্বাউঁ অবি মুহাম্মাদির রসূলাউঁ অবিল ইসলা-মি দীনা’’। আল্লাহ্ তআলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৭৯)।

(গ) অতঃপর এ দুআ পাঠ করা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে বলবে —

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْـهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَ عَدْتَـهُ.

উচ্চারণ ঃ ‘‘আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা’ওয়াতিত তা-ম্মাহ্, অস্ব স্বলাতিল ক্ব-য়িমাহ্ আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অল ফাযীলাহ্, অব’আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অ’আদতা’’ তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফাআত অজিব হবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬১৪, ৪৭১৯) এবং বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরার বর্ণনায় উক্ত দুআর শেষে নিম্নোক্ত শব্দাবলী বেশি বর্ণিত হয়েছে —

اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নাকা ল-তুখলিফুল মীয়াদ (১/৬০৩ হাঃ ১৯৩৩, সূত্র সহীহ্, সুনানুস্ সুগরা লিল্ বাইহাকী ২৯৬ সূত্র সহীহ্, হাফেয যুবায়র আলী যায়ীও উভয় সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন, মাক্বালাত ২/২০৫)।

(৫১) উক্ত দুআর শেষে কিছু জাল ও যয়ীফ বাক্যের সংযোজন ঃ (ক) আদ্ দারাজাতুর রাফীয়্যাহ (ইবনুস সুন্নীর আমালুল ইয়াউমি অল্ লাইলাহ্ হাঃ ১৫)। আল্লামাহ্ আনুয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন, বাক্যটি ভিত্তিহীন (আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী ১/২২৩)।

(খ) কিছু লোক উক্ত দুআর শেষে আরও একটি বাক্যের সংযোজন করে থাকে ঃ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ ঃ অরযুক্বনা শাফা’আতাহু ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ্। কিন্তু এ বাক্যটি হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্ত মুহাক্কিক উলামাগণ একে ভিত্তিহীন বলেছেন (আল্ ক্বাউলুল মাক্ববূল ৩০২)।

(গ) হাফেয ইবনু হাজার (রাহেমাহুল্লাহ্) লিখেছেন। রাফেয়ী ‘অল্ মুহার্রিরে’ — يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ ইয়া আরহামুর র-হিমীন, বাক্য বেশি বর্ণনা করেছেন (তালখী সুল হাবীর ১/৫১৯) কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই।

(ঘ) মাগরিব আযান শেষে বিশেষ দুআ ঃ আম্মা উম্মে সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে মাগরিবের আযানের সময় এ দুআটি পড়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন —

اَللّٰهُـمَّ اِنَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَ اِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَ أَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِى.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যা-ইক্ববালু লাইলিক, অ ইদবারু নাহারিক, অ আস্বওয়া-তু দু’আতিক ফাগফিরলী (আবূ দাউদ হাঃ ৫৩০, সূত্র হাসান। হাকেম সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সমর্থন করেছেন। আর হাফেয যুবায়র আলী যায়ী হাসান বলেছেন)। যারা যয়ীফ বলেছেন তাঁরা ভুল করেছেন।

(ঙ) নিজের জন্য দুআ চাইতে হবে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْاِقَامَةِ.

আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তি সময়ে দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (আবূ দাউদ হাঃ ৫২১ সূত্র সহীহ্, সহীহ্ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ৪২৬, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১২২০০)।

(৫২) আযানের পর মুয়ায্যিনও কি উপরোল্লিখিত দরূদ ও সহীহ্ দুআগুলি পাঠ করবে ? এ মর্মে উলামাগণের দুটি মতামত রয়েছে। (ক) আযান শ্রবণকারীর ন্যায় মুয়ায্যিনও দুআ ও দরূদ পাঠ করবে। কারণ মুয়ায্যিনও আযান-এর ধ্বনি শ্রবণ করে থাকে।

আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সকল শ্রবণকারীকে সাধারণভাবেই বলেন —

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ.

অর্থাৎ ঃ যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন তোমরা তার মতো বলবে, তারপর আমার উপর দরূদ পড়বে (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৭৭)। এখানে তিনি শ্রবণকারী অথবা মুয়ায্যিন কারো সাথে উত্তর দেওয়াকে নির্দিষ্ট করেননি। ফলে যে কেউ আযানের ধ্বনি শুনবে, সকলেই তার উত্তর দিবে অতঃপর দরূদ ও দুআ পাঠ করবে। (খ) অপরদিকে কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, উক্ত হাদীসে শুধু শ্রবণকারীরাই সম্বোধিত মুয়ায্যিন তার অন্তর্ভুক্ত নয়। নচেৎ সে নিজেই নিজের আযানের উত্তর দিতে বাধ্য হবে। আর এ কথার কোন সমর্থক নেই। কারণ তা শরীয়ত সম্মত কথা নয়। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ মাহযূরাহ্ ইত্যাদি মুয়ায্যিনকে আযানের শব্দাবলি শিক্ষা দিলেন অন্যদিকে শ্রবণকারীদেরকে মুয়ায্যিনের মত বলার এবং তাঁর উপর দরূদ পড়ার শিক্ষা দিলেন। সুতরাং মুয়ায্যিন ও শ্রবণকারীর শিক্ষার মধ্যে ভিন্নতা, দিবালোকের মত স্পষ্ট এবং তিনি যার কাছে যা চেয়েছেন তাও সুস্পষ্ট। আর যেহেতু নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণা করা হয়েছিল। সেহেতু শ্রবণকারীদেরকে দরূদ পাঠের শিক্ষা দেওয়া আর মুয়ায্যিনকে সেই শিক্ষা না দেওয়া, একথার অকাট্ট দলীল যে, মুয়ায্যিনের থেকে কেবল আযানের শব্দাবলিই কাম্য। তাই আযানের পর মুয়ায্যিনের জন্য দরূদ ও দুআ ছেড়ে দেওয়াটাই হবে সুন্নাত (দেখুন তামামুল মিন্নাহ্ ১/১৫৮, মিন উসূলিল ফিকহি আলা মানহাজি আহলিল হাদীস ১/৬৯)। সুধী পাঠক! যে আমল নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগের মুয়ায্যিনগণ করলেন না, চার খলিফা এবং সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ও তাবেয়ীগণের যুগের মুয়ায্যিনগণ করলেন না, অথচ তাঁরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়ার গুরুত্ব ও দুআর ফযীলত সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং দ্বীনের কাজে আমাদের চেয়ে বহু অগ্রগামী ছিলেন। যদি সুন্নাতে তা প্রমাণিত হত তবে তাঁরা অবশ্যই করতেন।

(৫৩) আযানের পর উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা ঃ আল্লামাহ্ আলবানীর ছাত্র শায়খ মাশহূর ইবনু হাসান বলেন —

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَه، كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ غَالِبِ مُؤَذِّنِي الزَّمَانِ ، فَهُوَ بِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ لَا دَلِيْلَ عَلَى اِسْرَارِ الْمُؤَذِّنِ بِالصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَقِبَ الْأَذَانِ.

আযানের পর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর উচ্চস্বরে দরূদ ও সালাম পড়া — যেমনটা এ যুগের মুয়ায্যিনদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে — বিদ্‌আত এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর গোপনে দরূদ ও সালাম পাঠ করারও কোনো দলীল নেই (আল্ ক্বাউলুল মুবীন ফী আখতায়িল মুসল্লীন ১/১৭৩)। শায়খ ইবনু উসাইমীন বলেন, তবে মাসজিদে মুয়ায্যিনগণের উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা অনুরূপভাবে উচ্চস্বরে মাসূর দুআ (আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিদ দাওয়াতিত্ তা-ম্মাহ ...) পাঠ করা, অবশ্যই বিদআত এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৮/২)। এই উত্তরই দিয়েছেন সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া পরিষদের সদস্যগণ (ফাতাওয়া আল্ লাজনাতিদ্ দাইমাহ্ ৫/১০৯)।

(৫৪) আযানের পর তাসবীব ঃ ইমাম তিরমিযী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন, তাসবীবের ব্যাখ্যায় উলামাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুবারাক এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেছেন —

اَلتَّثْوِيْبُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَ أَحْمَدَ.

অর্থাৎ ঃ তাসবীব বলা হয়, ফজরের আযানে (মুয়ায্যিনের) 'আস্ স্বলাতু খয়রুম মিনান্ নাউম' বলা। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইবনুল মুবারাক ও আহমাদের ব্যাখ্যা সঠিক। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত তাসবীব সর্বসম্পত্তিক্রমেই জায়েয। পক্ষান্তরে ইসহাক্ব ইবনু রাহওই ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন —

هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْاِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ.

তাসবীব, লোকেরা যা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরপরে আবিষ্কার করেছে, তা হ'ল মুয়ায্যিনের আযানের পর মুসল্লীগণ মাসজিদে আসতে দেরী করলে, আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে 'ক্বদ ক্বা-মাতিস্ব স্বলাহ্, হাইয়া আলাস্ব স্বলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলা (জামেউত তিরমিযী হাঃ ১৯৮ এর ব্যাখ্যায়)। ইমাম শাত্বেবীও একই ব্যাখ্যা করেছেন (আল্ এ'তেস্বাম ২/৩৮৪)। এই নিম্নোক্ত তাসবীবের ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন —

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِيْ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ اُخْرُجْ بِنَا فَاِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.

একদা আমি যুহ্র অথবা আসরের সময় ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাসবীব দিতে (আযানের পর মুসল্লীদের মাসজিদে আসতে দেরি হওয়াই, 'ক্বদ ক্বা-মাতিস্ব স্বলাহ্, হাইয়া আলাস্ব স্বলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলতে) আরম্ভ করল। তখন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো এটা বিদ্'আত (আবূ দাউদ হাঃ ৫৩৮ সূত্র হাসান, আলবানী, হাফেয যুবায়র আলী যায়ী এর সূত্রকে হাসান বলেছেন)।

ইমাম তিরমিযী (রাহেমাহুল্লাহ্) এ মর্মে বলেছেন, এটাকে উলামাগণ অপছন্দ করেছেন। কারণ লোকেরা এটা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পরে আবিষ্কার করে নিয়েছে (জামেউত তিরমিযী হাঃ ১৯৮ এর ব্যাখ্যায়)। ইবনু রুশদ বলেন, ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ্) এটাকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, এটা সঠিক নয়, এটা ভ্রষ্টতা (আল্ বয়ানু অত্তাহ্সীল ১/৪৩৫)। বুঝা গেল আযানের পরে মুস্বল্লীগণ মাসজিদে আসতে দেরি করলে, ইক্বামাতের পূর্বে মাসজিদ থেকে তাদেরকে স্বলাতের জন্য ডাকা জায়েয নয়। তা উপরোল্লিখিত বাক্যে হোক অথবা অন্য কোনো বাক্যে।

তাকওয়া - পরম বা সার্বভৌম পর্যবেক্ষণ নীতি

ডাঃ মুহাম্মাদ ফাইযুদ্দিন সেখ

পৃথিবীর বুকে মানব জাতির আগমনের অব্যবহিত পরে পরেই অর্থাৎ আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর পুত্রদের সময় থেকেই ফিৎনা-ফাসাদ বা অপরাধের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে — আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর এক পুত্রের দ্বারা অপর পুত্রের হত্যার মাধ্যমে (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৩০)।

ভ্রাতৃ হত্যার এই ধারাবাহিকতা পৃথিবীর বুকে আজও বিদ্যমান বরং এই সংখ্যা উত্তরোত্তর গুণিতক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর বিভৎসতা ও নিষ্ঠুরতা এতই অমানসিক যে একজন রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে এগুলো বর্ণনা ও কল্পনারও অতীত। অথচ মানবরূপী বা মানুষ নামধারী হিংস্র নরপিশাচগুলো এই সমস্ত হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে, অবলীলায়। আর এই সমস্ত হত্যালীলা চালানো হচ্ছে কারো খাদ্যাভাস, বেশভূষা, ভাষা ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে এবং বর্ণ বৈষম্যের কারণে। কোথাও বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবার কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যাপকহারে জাতিগত নিধনের মাধ্যমে। অথচ আমরা মানুষ হিসাবে প্রত্যেকে একই পিতা-মাতার সন্তান (সূরাহ্ হুজুরাত ৪৯/১৩)।

পৃথিবীর ক্যালেন্ডার থেকে যতদিন বিয়োজন হচ্ছে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার সংখ্যা ও ধরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। শুধু হত্যালীলা নয় তার সাথে সাথে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, এ.টি.এম. জালিয়াতি, সুদ-ঘুষ, যেনা, ধর্ষণ, ইভটিজিং, ব্ল্যাকমেলিং, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, পণ প্রথা, পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার কত-শত অপরাধ এই জমিনের বুকে প্রতি মুহূর্তে যে ঘটে চলেছে তার তালিকার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তবে আশার কথা হচ্ছে প্রত্যেক দেশ-জাতি বা সমাজ বা প্রত্যেক দেশের প্রশাসন এই সমস্ত অপরাধ দমনের জন্য নিজ নিজ দেশের আইন অনুযায়ী যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ও চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভিন্ন দেশের জাতীয় রিপোর্ট তথা কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী অপরাধ প্রবণতার গ্রাফ ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী। যাই হোক, পৃথিবীর বুকে সংঘটিত অপরাধগুলিকে দমন করার জন্য বা অপরাধ প্রবণতা monitoring করার জন্য প্রত্যেক দেশেরই কিছু common সংস্থা বা Department আছে।

যেমন Police Department, বিভিন্ন Investigation Agency, C.I.D., C.B.I., N.I.A., C.I.A., R.A.W. ইত্যাদি (যদিও তাদের কাজের ধরন, কর্ম দক্ষতা বা আইন ভিন্ন ভিন্ন) যেহেতু সমস্ত দুনিয়াবী সংস্থাগুলি মানুষ দ্বারাই গঠিত এবং মানব রচিত আইন দ্বারাই পরিচালিত, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সহজাত মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থার দ্বারাই কখনোই সম্পূর্ণ নির্ভুলরূপে বা পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, তদন্ত বা বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি সমস্ত কিছুই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে সে অসহায়। এই বাস্তব সত্যটি সমস্ত মানুষের সাথে অপরাধ দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। কখনো অপরাধীর প্রভাবের কারণে (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) কোনো সংস্থাই তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনা। আবার কখনো বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অনিচ্ছাকৃত মানবীয় দুর্বলতার কারণে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে (বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন হওয়ার জন্য) অতি সক্রিয়তার কারণে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় ও তার উপর শাস্তি কার্যকর করা হয় — এই ধরণের উদাহরণ আজ বিশ্বের বুকে ভুরি ভুরি। অথচ মহান রব্বুল আলামীনের নির্দেশ হচ্ছে, ''তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে তখন ন্যায় বিচার করো'' (সূরাহ্ নিসা ৪/১৩৫ এবং সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৮)। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয় (বরং প্রমাণিত)। এক্ষেত্রে যারা রক্ষক তারাই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে অপরাধের শিকড় আরো গভীরে প্রোথিত হয়। এ তো গেল মানবীয় দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতার কথা। এবার আসা যাক যান্ত্রিক Monitoring System প্রসঙ্গে।

আমরা জানি যে, বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি বা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরাধ দমন বা তদন্ত প্রক্রিয়া স্পষ্ট ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যও আজ technoligy-র সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন — G.P.S. traking system, Mobile tower location traking system, Biometric Process, CCTV Surveillance. Sky Camera ইত্যাদি।

কিন্তু এইগুলোরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে — (ক) প্রথমতঃ এগুলো যন্ত্র — এইগুলোকে পরিচালনা করে মানুষই।

(খ) হয়তঃ এগুলো কাজ করে নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে।

(গ) যান্ত্রিক ত্রুটি ও প্রতিকূল কারণের জন্য এগুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেতে পারে।

(ঘ) বিশ্ব জগতসমূহের প্রত্যেক ইঞ্চি জমিনে এইগুলোর প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ও অবাস্তব।

অতএব একথা বাস্তবিক ভাবেই প্রমামিত যে, এই ধরণীর বুকে অপরাধ দমনের জন্য প্রচলিত মানবীয় বা যান্ত্রিক কোনো Monitoring System-ই সম্পূর্ণ বা পরম বা Absolute নয় বরং সবই অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক বা Limited। সুতরাং এই সমস্ত পদ্ধতিতে আংশিকভাবে অপরাধ দমন সম্ভব হলেও সম্পূর্ণরূপে কখনোই সম্ভব নয়।

আসুন আমরা এবার সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি — মহান রব্বুল আলামিনের Monitoring পদ্ধতি বা Sysyem গুলি নিয়ে —

(১) মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেঃ—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থ ঃ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে (সূরাহ্ নূর ২৪/২৪)।

এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনেকটাই প্রমাণিত। উদাহরণ Polygraph test, Narco analysis test, Lyedetector test ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি প্রায় এই ধরণেরই test তাহলে মানুষ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত নগণ্য জ্ঞান দিয়ে এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে যার মাধ্যমে মানুষকে নিজের বিরুদ্ধে কথা বলিয়ে নিতে পারে তাহলে মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামিন অবশ্যই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে তার বিরুদ্ধে কথা বলিয়ে নিতে সক্ষম।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ.

বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরাহ্ মূলক ৬৭/২১)।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে ঃ—

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ ঃ স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবন্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবন্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে (সূরাহ্ ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)।

(৩) সমগ্র পৃথিবী একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ঃ— আল্লাহ্ তাআলা বলেন — يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا.

অর্থ ঃ সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (সূরাহ্ যিলযাল, ৯৯/৪)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান পৃথিবীর বৃত্তান্ত কী? সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলই ভালো জানেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই যে নর অথবা নারী এই পৃথিবীর মাটির উপর যা কিছু করেছে এই মাটি তার সাক্ষী দিবে। আর বলবে অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক, অমুক দিনে অমুক, অমুক কর্ম করেছে (তিরমিযী, কিয়ামাতের বিবরণ ও সূরাহ্ যিলযালের তাফসীর পরিচ্ছদ, সূত্র আহসানুল বায়ান)।

(৪) মহান রব্বুল আলামিন সর্বদ্রষ্টা সর্বশ্রোতা ঃ— সমগ্র বিশ্ব জগতসমূহে প্রতিনিয়ত প্রতিমুর্হূতে সংঘটিত সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নয়।

লুকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন—

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ ঃ হে বৎস! তা (পূণ্য ও পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভূগর্ভে আল্লাহ্ সেটাও হাজির করবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী খবর রাখেন সব বিষয়ের (সূরাহ্ লুকমান ৩১/১৬)।

(৫) আল্লাহ্ তাআলা অন্তরের ওয়াসওয়াসা সম্বন্ধেও অবগত ঃ— যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বা কথা মানুষ করে বা বলে শুধুমাত্র সেগুলোই নয় বরং মানুষের মনের মধ্যে কোনো খেয়াল বা ইচ্ছা বা চিন্তাভাবনা এবং অন্তরে উদ্ভুত ওয়াসওয়াসা সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের কথা চুপে চুপে বল অথবা উচ্চস্বরে তিনি তো অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কেও সর্বজ্ঞ (সূরাহ্ মুলক ৬৭/১৩)।

হে মানব সম্প্রদায় একটু লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্র Monitoring system গুলি বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিগুলি কত সূক্ষ্ম এবং সার্বজনীন (Universal), স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনোই এগুলোর কার্যক্ষমতা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না।

অতএব প্রত্যেক মানুষ যদি শুধু এই সত্যটুকু উপলব্ধি করে ও মেনে চলে যে, পৃথিবীর বুকে আমি যা কিছুই করিনা কেন, হোক সেটা প্রকাশ্যে বা গোপনে এবং বিশ্বজগতসমূহের যে কোনো প্রান্তে ও যে কোনো মুহূর্তে সেটা কেউ পর্যবেক্ষণ করুক আর না করুক মহান রব্বুল আলামীন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কাল কিয়ামতে হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে সেই ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই কোনোরকম মন্দ কাজে লিপ্ত হতে পারেনা বা হবে না ইনশা-আল্লাহ্। এক্ষেত্রে তার আল্লাহ্ ভীতির নীতি বা বৈশিষ্ট্য বা গুণই তাকে মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য Self monitor, Self Supervison বা Self authority-র ভূমিকা পালন করবে ইন্‌শা-আল্লাহ্। যার ফলে সমাজে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। আর এটা সম্ভব হবে তখনই যখন আমরা এক আল্লাহ্র দাসত্বকে স্বীকার করে নেব। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌ভীরু হতে পারো (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২১)।

আল্লাহ্ আমাদের মুত্তাকী হওয়ার তাওফীক দান করুন — আমীন।

৫ম পর্ব

সত্য গ্রহণে বাধা

মোঃ মহররাম আলী

নভেম্বর সংখ্যার পর —

৭। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ঃ

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِاللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ .

অর্থ ঃ তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ্‌র মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরাহ্ জাসিয়াহ ৪৫/২৩)।

সত্য গ্রহণ না করে সেটাকেই সে ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকেই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ মনে করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মত ভুল ফায়সালাও করতে পারে। একটি অর্থ এর এই করা হয়েছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত পথনির্দেশ ও দলীল ছাড়াই স্বীয় মনমর্জির দ্বীন বা ধর্ম অবলম্বন করে। যার কারণে সত্য কী সে জানতে পারেও না এবং সত্য তার দ্বারা গ্রহণও হয় না। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, পাথর পূজা করত। যখন তুলনামূলক কোনো সুন্দর পাথর পেয়ে যেত, তখন সে পূর্বের পাথরকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে উপাস্য বানিয়ে নিত (আহসানুল বায়ান)। বলাবাহুল্য যে, নিজ প্রবৃত্তি শুধুমাত্র সুন্দর চাকচিক্যময় বস্তুকে গ্রহণ করে থাকে, যার ফলে সেই ব্যক্তির দ্বারা সত্য গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে সে সঠিক পথ না পেয়ে ভ্রষ্ট পথের পথিক হয়ে পড়ে এবং নিজেকে বড় পন্ডিত মনে করে। নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে। এমন অহংকারী আলেমগণ পথভ্রষ্ট হয়। মতামত তাদের ভিত্তিহীন হয়, কিন্তু তারা মনে করে আমার মত বড় পন্ডিত কেউ নেই। মনে করার এই অহমিকায় তারা নিজেদের দলীলাদিকে এমন মনে করে, যেন তা আসমান থেকে পেড়ে আনা তারকা। এইভাবে জেনেশুনে তারা কেবল নিজেরাই ভ্রষ্ট হয় না বরং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করে গর্ববোধ করে। এসব আলেমগণের কর্ম যা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সমাজের বুকে, কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে না। এদের ভক্তরা পর্যাপ্ত সত্য গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান বক্তাগণ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। অথচ আল্লাহ্ কঠোরভাবে সাবধান করেছেন।

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত (সূরাহ্ নিসা ৪/১৩৫)। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ, পক্ষপাতিত্ব অথবা বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার করতে বাধা না দেয়। কিন্তু বর্তমান সমাজের বিচারকগণ সত্য থেকে বহু দূরে সরে গেছে। যার ফলে প্রবৃত্তির অনুসরণ দিনের পরদিন বাড়ছে আর সত্য গ্রহণ করা থেকে সমাজ ও সমাজের সিংহভাগ লোক বঞ্চিত হচ্ছে। সুধী পাঠক একটু লক্ষ্য করুন আগে সাধারণ মানু কথা বলাবলি করত যে কোন ধরণের বিচারের কাজ কর্ম অফিস-আদালতে করতে হবে না। কারণ তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সত্য তারা গ্রহণ করেও না, আবার সত্যানুসারে বিচারও করে না। পক্ষান্তরে সমাজের লোকজন সত্য মানে ও সত্যানুযায়ী বিচার করে । অতএব সমাজেই বিচার করা ভাল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ সমাজের নিকট কোন সত্য নাই সর্বাবস্থায় প্রবৃত্তির অনুসরণ, এমনকী মুসলিমদের আজ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত স্বলাত এতেও প্রবৃত্তির অনুসরণ চলছে। তার দলীল —

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থ ঃ তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা স্বলাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তি পরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে (সূরাহ্ মারয়ান ১৯/৫৯)।

আল্লাহ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের বর্ণনার পর ঐ সমস্ত লোকেদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা এর বিপরীত। আল্লাহ্র আদেশের অন্যথাচরণ করে ও বিমুখতা অবলম্বন করে। সঠিক সময়ে স্বলাত আদায় না করা, যখন ইচ্ছা পড়া বা বিনা ওযরে দুই বা ততোধিক স্বলাতকে একত্রে পড়া অথবা কখনো দুই, কখনো চার, কখনো এক, কখনো পাঁচ অক্তের স্বলাত আদায় করা। এ সমস্ত স্বলাত বিনষ্ট করার অর্থে শামিল। একেই বলে প্রবৃত্তির অনুসরণ।

সুধী পাঠক! এ কারণে বহু মুসলিম আজ স্বলাত সঠিক সময়ে বা সঠিক নিয়মে আদায় করতে পারে না। এ রকম ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী এবং আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য। এর অর্থ ধ্বংস, অমঙ্গল, অশুভ, পরিণাম বা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম (আহসানুল বায়ান)।

বলা বাহুল্য যে, আজ আমরা যে কর্মগুলি করি সেইসব কর্ম কি আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সময় এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঠিক সুন্নাহ্ মুতাবিক হয়? নিজেকে প্রশ্ন করি। যদি না হয় তবে বুঝতে হবে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে হয়। যেমন স্বলাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযানে সিয়াম পালন করা, দৈনন্দিন জীবনে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবনীকে অনুসরণ করা ইত্যাদিতে আজ আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। কারণ প্রবৃত্তির পূজা করে সত্য কী জানতে ও বুঝতে অপরাগ হওয়ার ফলে সত্য গ্রহণ করতে পারছি না। পৃথিবী এ সব মানব দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে যেমন আল্লাহ্ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সাবধান করেছেন —

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ.

অর্থ ঃ আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে (সূরাহ্ আনআম ৬/১১৬)।

সুধী পাঠক! আমরা ভাবি যারা ভাল কাজকর্ম করে তারা সকলে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মেনে চলে? বাস্তব কিন্তু তা নয়, বরং নিজ প্রবৃত্তির ধ্যান ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অনুমানভিত্তিক সৌন্দর্যময় কাজকর্মগুলি প্রাধান্য দেয়। এই জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আল্লাহ্ বলেছেন এসব লোকের জন্য—

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ তোমার আগ্রহ সত্বেও অধিকাংশ লোক মুমিন নয় (সূরাহ্ ইউসুফ ১২/১০৩)।

এ থেকে জানা গেল যে, সত্য খুব কম লোকই গ্রহণ করে থাকে। না কেউ সত্যের সঙ্গে আপোষ করে চলে সত্যানুযায়ী মানুষকে উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ বলেন— اِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থ ঃ অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে (সূরাহ্ আনআম ৬/১১৯)।

যে সকল ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে তারা মানব জাতির নিকট হতে সত্যকে দূর করবে এবং বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরে আনেন। শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৫৭)।

সুধী পাঠক! আসল মুজাহিদ কে জানতে ও বুঝতে হবে। **المجاهد من جاهد نفسه.** যে লোক নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেই আসল মুজাহিদ (তিরমিযী ১৬২১)। প্রবৃত্তিই মানুষকে সত্য আমল করতে দেয় না। যার বিনিময় জান্নাত লাভ হয়। এই জন্য রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন–

حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات.

অর্থ ঃ জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা (তিরমিযী ২৫৫৯)। জান্নাত লাভ করতে হলে প্রবৃত্তি দমনমূলক কাজকর্ম

করতে হবে তবেই দুঃখ্-কষ্ট স্পর্শ করবে নিজের জীবনে এবং কল্যাণময় জীবন লাভ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

الخير عادة و الشر لجاجة و من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

কল্যাণ হলো সুস্বভাব এবং মন্দ হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভুত। আল্লাহ্ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন (ইবনে মাজাহ্ ২১১)।

বলা বাহুল্য যে, প্রবৃত্তি যে ব্যক্তির অন্তরের প্রকাশ পাবে সে কখনো কল্যাণময় কর্মের দিকে সহজে ধাবিত হতে পারবে না। কারণ মন্দ তাকে পেয়ে বসবে। ফলে সে সত্য কথা বলতে ও সত্য আমল করতে ব্যর্থ হবে, সত্য গ্রহণে তার বাধা হয়ে দাঁড়াবে। হোক না সে সাধারণ ব্যক্তি, হোক না সে বক্তা, হোক না সে আলেম। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি এমন এক যুগে বাস করছ, যে যুগে ধর্মীয় বিষয়ে বিজ্ঞ অনেক আলিম রয়েছেন, ক্বারি আছে কম (অর্থাৎ আমল ও জ্ঞান ছাড়া কেবল কুরআন পাঠকারীদের সংখ্যা অতি কম)। এই যুগে কুরআনের আদেশ নিষেধ প্রভৃতি হিফাযত করা হয়। শব্দের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় কম, ভিক্ষুকের সংখ্যা কম, দাতার সংখ্যা বেশি, স্বলাত আদায় করেন দীর্ঘ আর খুতবা পাঠ করেন অল্প। সে যুগে প্রবৃত্তি বা খাহেশাতের তাবেদারীর পূর্বে তারা আমল শুরু করে দেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, সে যুগে বিজ্ঞ উলামা হবেন অল্প। কারীগণ হবেন অনেক , কুরআনের শব্দসমূহের হিফাযত করা হবে। অপরদিকে আহকামে কুরআনকে বরবাদ করা হবে (অর্থাৎ আমলের প্রতি নযর দেবে কম)। ভিক্ষুক হবে অনেক, দাতার সংখ্যা হবে অল্প। খুতবা লম্বা প্রদান করবে আর স্বলাত আদায় করবে স্বল্প সময়ে। আমলের নয় বরং খাহেশাত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ৪০৫)।

সুধী পাঠক! বর্তমান সে যুগ এসে গেছে উপরে হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন।

প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা, জান্নাত লাভের মাধ্যম ঃ—

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

অর্থ ঃ আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল (সূরাহ্ নাযিআত ৪০-৪১)।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, সওম আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রবৃত্তি, তার আহার ও তার পানাহার ত্যাগ করেছে (বুখারী ৭৪৯২)।

সুধী পাঠক! প্রবৃত্তির ত্যাগ আল্লাহ্‌র নিকটে মহাসাফল্য যা আমরা কিয়ামতের দিন লাভ করতে পারব। ইন্‌শা-আল্লাহ্।

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতি ঃ—

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ.

অর্থ ঃ সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছুই পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সূরাহ্ মুমিনুন ২৩/ ৭১)। এখানে সত্য বলতে দ্বীন ও শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীন বা ধর্ম যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসারে অবতীর্ণ হতো তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। যেমন তাদের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি চায় এক উপাস্যের পরিবর্তে অনেক উপাস্য হোক। যদি সত্যই এ রকম হতো, তাহলে কি বিশ্ব জাহানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক থাকতো? অনুরূপ তাদের অন্যান্য ইচ্ছা ও বাসনাও রয়েছে (আহসানুল বায়ান)। আল্লাহ্‌র এ নিয়ম অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীর সমস্ত ব্যবস্থাপণা অক্ষুন্ন রাখতে সৃষ্টিকর্তার অনুগত্য করি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজে ও অপরকে বাঁচাই। তবে দেখতে পাবো মানুষ সত্য গ্রহণ করবে এবং বাতিল দূর হবে।

কুপ্রবৃত্তি থেকে প্রার্থনা ঃ— আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চারটি বস্তু হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করতেন —

اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع، و من قلب لا يخشع، و دعاء لا يسمع، و نفس لا تشبع.

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অনুপকারী জ্ঞান হতে, এমন অন্তর হতে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-কম্পিত হয় না, এমন দুআ হতে যা কবুল হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না (নাসায়ী ৫৪৪২)। শাকাল ইবনু হুমায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি একবার রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দুআ শিক্ষা দেন, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার হাত ধরে বললেন, তুমি বল —

اللهم انى اعوذبك من شر سمعى ، و شر بصرى، و شر لسانى ، و شر قلبى ، و شر منيى.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার কান, আমার চক্ষু, আমার জিহ্বা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর সেই সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুআটি মুখস্থ করেন (সুনানে আন্ নাসায়ী ৫৪৪৪)।

জঙ্গি কারা

মোঃ নজরুল ইসলাম

জঙ্গি দমন, জঙ্গি দমন, জঙ্গি ধরপাকড়,
জঙ্গি অঙ্গে, জঙ্গি সঙ্গে, জঙ্গি যে তোর ঘর।
জঙ্গি নামে কায়দা করে ফায়দা তুলে,
জঙ্গি যে তুই জঙ্গি যে তোর বাবা ছেলে।
জঙ্গি যে তোর জীবন মরণ,
জঙ্গি যে তোর ভরণ পোষণ।
জঙ্গি নিয়ে ভঙ্গি করে,
জঙ্গি নিয়ে বিদেশ ঘোরে।
আনলি যে তুই জঙ্গি ধরে,
জঙ্গি যে তোর নিজের ঘরে।
তোর ইঙ্গিতে জঙ্গি হয়ে সঙ্গী মারে,
তোর শাষণে জঙ্গি আবার ভয়ে মরে।
জঙ্গি জঙ্গি করিস নাকো।
জন্ম যে তোর জঙ্গি থেকে।
জঙ্গিকে তুই অস্ত্র দিলি,
তোরাই বলিস চালা গুলি।
জঙ্গি জঙ্গি খেলা খেলি,
অন্ধকারে কোলাকুলি।
জঙ্গি ধরে দেবে বলে,
দেশের সম্পদ যাচ্ছে চলে।
তোদের সঙ্গে চুক্তি করে,
তোদের ওরা ভক্তি করে।
চুক্তির নামে শক্তি কাড়ে,
তাদের শক্তি আরো বাড়ে।
তোরা কি আর জঙ্গি ছাড়া,
জঙ্গি নামে চলছে খাঁড়া।
জঙ্গিকে তুই দিলি ছেড়ে
দাড়িওয়ালা তেড়ে ধরে।
এ ছিল জঙ্গি নেতা,
দুশো কোটি দামের মাথা।
সংবাদ মাধ্যম সংবাদ দিল,
কত বড় সাফল্য এল।

এইভাবে হয় জঙ্গি দমন,
দমনের নামে জঙ্গি আগমন।
আসল জঙ্গি তোদের ঘরে,
এই জঙ্গিকে দেনা মেরে।
নকল জঙ্গি যাবে মরে,
শান্তি আসবে বাইরে ঘরে।

মুসলিমের বিজয়

সাদ্দাম হোসেন

জাগ্রত হও মুসলিম তুমি জেগে ওঠো সবে,
আল্লাহ্র নামের কলরব দিয়ে এই দেশেতেই রবে।
ভেঙে দাও নিদ্রা এখন দণ্ডায়মান হয়ে,
তুলে নাও ঝাণ্ডা হাতে বিশ্ব দেখুক চেয়ে।
মুসলিম আমি উম্মাহ আমি করিনা কারো ভয়,
নির্ভিক চিত্তে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এ হৃদয়।
আমি মুসাফির খালিদ-এর মতো বীর,
প্রচার করতে চাই তৌহিদ, হতে চাই শহীদ।
জেগে ওঠো তুমি ঘুমিওনা আর করিওনা কভু ডর,
যালিমদের ঐ অত্যাচারে থেকো না আর পিছু পরে,
মাজলুম সেজে হবে না আর ইসলাম প্রচার।
করে যাও পণ, হয়েও অপমান,
ইসলাম ছাড়া নাইকো মোদের অন্য পরিত্রাণ।
বিশ্ব মুসলিম এক হও তুমি ভেদাভেদ নাহি আর,
প্রাণ দিয়েছেন কেন সাহাবীরা ভেবেছো কী একবার?
আবারও করি তোমাদের আহ্বান করিও না মোর কথা হেলা,
হেলিতে দুলিতে দিওনা আর ইসলামের ওপর ঠেলা।
ইসলাম সেতো মজবুত রশ্মি আঁকড়ে ধরো যত তেজস্বী,
বৃদ্ধাদের শক্তি এখন হয়েছে অবক্ষয়।
ওরে যুবা, আমি ক্ষুভা ক্ষোভ নাহি যার মোর,
জীবন শেষে যেতে হবে তোমার অন্ধকার ঐ গোর।
তাই দেরি নাই জাগাও এ হৃদয়,
আবারও আসবে দেখো মুসলিমের বিজয়।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : ইবরাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে আল্লাহ্ তাআলা কী কী নিদর্শন দেখিয়েছিলেন?

উ:— ইবরাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে চারটি পাখি যবেহ ও টুকরো টুকরো করে মেশানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চারটি পাহাড়ে রেখে এসে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ডাক দিতেই তাদের স্ব স্ব দেহে পুনর্জীবিত হওয়া, অতঃপর তার কাছে চলে আসা (২/২৬০)। তার জন্য নমরূদ অগ্নিকুণ্ডকে শান্তিময় স্থানে পরিণত হওয়া (২১/৬৮-৭০)। কেনআন থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অপহৃত স্ত্রী সারাহ্-এর উপর পাশবিক অত্যাচার কালে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া (বুখারী হাঃ ২২১৭)।

২। প্রশ্ন : ইবরাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে উক্ত নিদর্শনাদি দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন?

উ:— যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় (৬/৭৫)।

৩। প্রশ্ন : মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে মহান আল্লাহ্ কী কী নিদর্শন দেখিয়েছিলেন?

উ:— পবিত্র তুবা উপত্যকায় আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন ও তূর পাহাড়ে তার জ্যোতি প্রদর্শন (৭/১৪৩)। অলৌকিক লাঠির মাধ্যমে নদী বিভক্ত হওয়া ও ফেরাউন বাহিনী ডুবে মরা (২৬/৬৩-৬৬)। লাঠিকে সাপ ও হাত থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হওয়া (২০/২০-২৩)। নিজ গোত্রের সত্তর জন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তির এলাহী গযবে মৃত্যুবরণ ও পরক্ষণেই মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর দুআয় আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় জীবিত হওয়া (২/৫৫-৫৬)। ভাতিজা কর্তৃক নিহত ব্যক্তিকে গরুর গোস্ত দ্বারা আঘাত করলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে আসল খুনির নাম বলে দেওয়া।

৪। প্রশ্ন : মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে উক্ত নিদর্শনাদি দেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কী বলেছেন?

উ:— যাতে আমরা তোমাকে আমাদের বড় বড় কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি (২০/২৩)।

৫। প্রশ্ন : কোন নবাবী বর্ষের কোন মাসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হিজরত শুরু করেন?

উ:— ১৪ নবাবী বর্ষের ২৭শে সফর বৃহস্পতিবার।

৬। প্রশ্ন : মি'রাজের সঠিক তারিখ অস্পষ্ট রাখার তাৎপর্য কী?

উ:— উম্মাতে মুসলিম যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত উম্মাতগুলির ন্যায় অনুষ্ঠান সর্বস্ব না হয়ে পড়ে। বরং মি'রাজের তাৎপর্য অনুধাবন করে আখেরাতের জবাবদিহিতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

৭। প্রশ্ন : বায়আতে কুবরা কাকে বলে?

উ:— ২য় বায়আতে অংশগ্রহণকারী ১২ জন মুসলিমের সাথে পরের বছর যিলহাজ্জ মাসে আক্বাবাহ্‌র ৩য় বায়আতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা সহ মোট ৭৫ জন ইয়াসরিববাসী হজ্জে এসে বায়আত গ্রহণ করেন। এটিই ইতিহাসে বায়আতে কুবরা বা বড় বায়আত নামে খ্যাত।

৮। প্রশ্ন : আক্বাবাহ্‌র বায়আত কয়টি ও কোন কোন সালে এবং কতজন জনসংখ্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ:— আক্বাবাহর বায়আত ৩টি। ১ম বায়আত ১১ই নবাবী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে ৬২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আসআস বিন যুরারাহ্‌র নেতৃত্বে ৬ জন ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

২য় বায়আত ১২ই নবাবী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে ৬২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গভীর রাতে ১২ জন ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৩য় বায়আত ১৩ই নবাবী বর্ষের যিলহাজ্জ মাসে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে গভীর রাতে ৭৫ জন ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৯। প্রশ্ন :৩য় বায়আতের সময় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথী কে ছিলেন এবং তিনি ইয়াসরীবের বায়আতকারীগণকে কী বলেছিলেন?

উ:— স্বীয় চাচা আব্বাস। তোমরা তার পূর্ণ যিম্মাদারীর অঙ্গীকার করলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এমনটি হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে, অতঃপর বিপদ মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করলে তাহলে তোমরা তাকে নিয়ে যেও না।

১০। প্রশ্ন : আব্বাসের উক্ত উক্তির পর প্রতিনিধি দলের কে কী বলেছিলেন?

উ:— কা'ব বিন মালেক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আব্বাসের কথা শুনেছি। এক্ষণে আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের জন্য ও নিজ প্রভুর জন্য যে চুক্তি আপনি ইচ্ছা করেন তা করে নিন।

১১। প্রশ্ন : কা'ব বিন মালের উক্তির প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী শর্তারোপ করেছিলেন?

উ:— কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদের বায়আত নেব এ বিষয়ের উপর যে, তোমরা আমাকে হেফাযত করবে ঐ সব বিষয় থেকে, যেসব বিষয় থেকে তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে হেফাযত করে থাক।

১২। প্রশ্ন ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উক্ত শর্তারোপের পর কে কী বলেছিল?

উ:— উক্ত শর্তারোপের সাথে সাথে বারা বিন মারূর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাত ধরে বলেন, হ্যাঁ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন। অবশ্যই আমরা আপনাকে হেফাযত করব ঐ সব বিষয় থেকে, যা থেকে আমরা আমাদের মা বোনদের হেফাযত করে থাকি।

১৩। প্রশ্ন : বারা বিন মারূরের উক্তির পর সকলেই বায়আতের জন্য অগ্রসর হলে আব্বাস বিন উবাদাহ্ বিন নাযালাহ্ কী বলেন?

উ:— তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে নিজের গোত্র খাজরাজদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কি জানো কোনো কথার উপরে তোমরা এই ব্যক্তির নিকটে বায়আত করছো? তোমরা লাল ও কালো (আযাদ ও গোলাম) মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তার নিকটে বায়আত করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকেদের হত্যা করা হবে, তখন তোমরা তার সঙ্গ ছেড়ে যাবে, তাহলে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা যদি তোমরা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ কর, তাহলে ইহকাল ও পরকালে চরম লজ্জার বিষয় হবে। আর যদি তোমরা সব কিছুর বিনিময়ে তোমাদের অঙ্গীকার অক্ষুন্ন রাখো, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম এতেই তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে (ইবনু হিশাম ১/৪৪৬ পৃঃ, সীরাতুন রাসূল আসাদুল্লাহ্ আল গালিব ২১৩-২১৪ পৃঃ)।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ কোথায় আছেন, তাঁর কি আকার আছে? আমাদের দেশের অনেক আলিম মনে করেন, আল্লাহ্ সর্বত্র ও সব বস্তুতে বিরাজমান এবং তাঁর কোন আকার নেই।
— আলাউদ্দীন মিদ্যা, ডোমজুড়, হাওড়া।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তাআলা আরশের সমাসীন রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''আপনি যদি বেশির ভাগ মানুষের কথা অনুসরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে, তারা শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা অনুমান করে'' (সূরাতুল আন্আম ৬/১১৬)। অনুরূপ কথা মহান আল্লাহ্ সূরাহ্ ইউনুসের ৬৬ এবং সূরাহ্ যুখরুফের ২০ নম্বর আয়াতেও বলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ কোথায় আছেন তার জন্য চূড়ান্ত কথা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্র কথা। তিনি বলেন, আরশের উপরে রহমান (দয়াময় আল্লাহ্) সমাসীন (সূরাহ্ ত্ব-হা ২০/৫)। আরশের উপর সমাসীন হওয়ার কথা মহান আল্লাহ্ আল্ কুরআনে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২৯, সূরাহ্ আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রাদ ২, সূরাহ্ ত্ব-হা ৫, ফুরকান ৫৯, সাজদাহ্ ৪, ফুস্সিলাত ১১ এবং সূরাহ্ হাদীদের ৪ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এমন কোনো আয়াত আল্ কুরআনে নেই যেখানে তাঁর পৃথিবী বা মাটিতে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। বরং বান্দার সমস্ত ভালকর্ম যে উর্দ্ধে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয় সেকথা আল্লাহ্ বলেছেন (দ্রষ্টব্য ঃ সূরাহ্ ফাতির ১০)। আল্লাহ্ যদি সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে অহী কোনো সময় যমীনের কোনো স্থান হতেও হতো। আকাশ হতে ফেরেশতাকে অবতরণ করতে হতো না এবং মে'রাজ, যার অর্থ উর্দ্ধগমন ঘটানোর কোনো যুক্তিই ছিলনা। বারা-বিন আ-যিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে মৃত মানুষের আত্মাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ উর্দ্ধাকাশ হতে বলবেন একে যমীনে ফিরিয়ে দাও, কেননা আমি বলেছি ''আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি ও মাটিতে ফিরিয়ে দেব এবং মাটি হতেই পুনরায় উঠাবো'' (মুসনাদু আহমাদ ১৮৫৩৪)। যদি আল্লাহ্ মাটিতেও থাকতেন, তাহলে কোন না কোনো ঘটনাতে তার উল্লেখ পাওয়া যেত।

মুআবিয়া বিন হাকাম আস্ সুলাসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে দাসীটিকে বাঘে ছাগল নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য চড় মেরেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্র উপদেশের পরে তিনি তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, দাসীটিকে তলব করে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'আল্লাহ্ কোথায়?' দাসীটি বলেছিল, 'আকাশে।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে 'স্বাধীনা' করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'একে মুক্ত করো, মেয়েটি মুমিনাহ্' (সহীহ্ মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ৯৩০, নাসায়ী ১২১৮)।

এ হাদীস হতে স্পষ্ট যে আল্লাহ্র অবস্থান আকাশে। আমরা তো মনে করি কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট দলীলের পরেও ফাসেদ তা'বীল করে আল্লাহ্র অবস্থান স্বশরীরে প্রতিটি স্থানে ও জীবের সাথে আছে বলে বিশ্বাস করে তাহলে তার ঈমানের নবায়ণ অত্যন্ত জরুরী। যে সমস্ত আয়াত সমূহে মানুষের সাথে থাকার শব্দ এসেছে, তার অর্থ হল জ্ঞান ও অবগতির মাধ্যমে তিনি সকলকে দেখছেন ও সাথে আছেন। বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারও নিকট বৌদ্ধিক ও আর্থিক সহযোগিতা কেউ কামনা করলে সে বলে, ''তোমাদের চিন্তা নেই, চালিয়ে যাও আমি তোমাদের সাথে আছি।'' তাহলে কি কেউ সাথে থাকার অর্থ 'স্বশরীরে থাকা, গ্রহণ করে? যা কিছু তোমরা করছো তিনি তা দেখছেন (সূরাতুল হাদীদ ৪)। এছাড়া সূরাহ্ মুজাদালাতে আল্লাহ্ মানুষের সাথে থাকার কথা বলেছেন (আয়াত নং ৭)। মহান আল্লাহ্ যে জ্ঞানের দ্বারা সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন তা তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য ঃ সূরাহ্ আনআম ৮০, আ'রাফ ৮৯, ত্ব-হা ৯৮ এবং সূরাহ্ ত্বলাক ১২)। আল্লাহ্ যে শারীরিকভাবে নয় ইলম বা জ্ঞানের দ্বারা সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন তা সরাসরি প্রমাণিত। এসবের পরেও পথভ্রষ্ট সুফীদের তাকলীদ ও পৌত্তলিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যারা বলেন, 'আল্লাহ্ পেশাবখানা, পায়খানা, পতিতালয়, মদের আসরে ও জুয়ার আসরে, ভাল ও মন্দ সমস্ত ব্যক্তি ও স্থানে শারীরিকভাবে থাকেন এটা ভ্রান্ত লোকেদের উপাস্য হতে পারে প্রকৃত মু'মিনের আল্লাহ্ নয়। মহান স্রষ্টা এসবের উর্দ্ধে পুত পবিত্র আসমানের উপর আরশে আযীমে সমাসীন।

(খ) আল্লাহ্র কোন্ আকার নেই এটা ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহ্ নিজের হাতের উল্লেখ করেছেন (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৬৪)। সূরাহ্ যুমার ৬৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ হাতের মুঠোর কথা উল্লেখ করেছেন। সূরাহ্ স্ব-দ ৬৫ নং আয়াতেও মহান আল্লাহ্ তাঁর দুই হাতের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের পদনালির কথা বলেছেন (সূরাহ্ ক্বলাম ৪২)। সহীহুল বুখারীতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মহান আল্লাহ্র একাধিক আঙ্গুলীর

কথা উল্লেখ করেছেন (৪৮১১)। অন্য একটি হাদীসে তিনি আল্লাহ্‌র হাতের মুঠো ও ডান হাতের কথা বলেছেন (৭৪১২)। তিনি মানবকুলের সমস্ত হৃদয় মহান আল্লাহ্‌র দুটি আঙ্গুলে মাঝে অবস্থিত যেভাবে ইচ্ছা সেগুলিকে পরিচালনা করেন (সহীহ্ মুসলিম ২৬৫৪)। আল্লাহ্ চেহারা (সূরাহ্ রহমান ২৭), চক্ষুর উল্লেখ (ত্ব-হা ৩৯)। আল্লাহ্ নিরাকার হলে কিয়ামতের দিন কীভাবে মু'মিনগণ তাঁর মুখমণ্ডল দর্শনে সব চাইতে বেশি আনন্দিত হবেন। কেননা নিরাকার বস্তু তো দর্শনীয় নয় (সহীহুল বুখারী ৭৪৩৭)।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন, তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নাফ্‌স রয়েছে।.... আল্ কুরআনে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল তাঁর গুণ। কিন্তু কোনো সৃষ্টির সাথে তার তুলনা নেই। একথা বলা যাবেনা যে, তাঁর হাত অর্থ ক্ষমতা বা নিয়ামাত। কেননা এতে আল্লাহ্‌র গুণকে বাতিল করা হয়। এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলা ফিরকাহদ্বয়ের মত। (মহান আল্লাহ্‌র) হাত তাঁর গুণ, কারো হাতের সাথে তুলনা ব্যতীত। তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে তুলনা ব্যতীত তাঁর (আল্লাহ্‌র) দুটি গুণ (আল্ ফিকহুল আকবার ৩০২ পৃষ্ঠা)।

মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য তুলনা টেনো না, নিশ্চয় আলাহ্ জানেন, তোমরা জানো না (সূরাতুন নাহ্‌ল ৭৪)। সুতরাং আল্লাহ্‌র অবয়ব ও গুণাবলি আল্লাহ্‌র মত, কোনো সৃষ্টির মত নয়। যারা বলেন, গুণাবলি সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সমূহের শব্দাবলিকে যদি তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে 'মুশাব্বিহাহ্' ফিরকার দলভুক্ত ও তার সাপোর্ট হয়ে যেতে হবে। এটা তাদের তাক্বলীদি ভ্রান্ত মতবাদ। আল্লাহ্ যেখানে বলেন, 'তাঁর মত কোনো বস্তু নয়, তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা" (সূরাহ্ শুরা ১১)।

অতএব আল্লাহ্‌র আকার ও অস্তিত্ব আছে তবে তুলনাহীন। কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নাম 'আন্ নূর' (জ্যোতি) কে নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, জ্যোতির আকার নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র আকার নেই। যদিও পূর্বের দলীল সমূহের অবস্থানে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এমন কষ্টকল্পের শিকার হয়েছেন, যার প্রয়োজন ছিলনা। তবে মুহাদ্দিসগণ আল্লাহ্‌র নামের বিবরণ সম্বলিত অংশটিকে ইমাম তিরমিযী স্বয়ং যয়ীফ বলেছেন (তিরমিযী ৩৫০৭)।

২। প্রশ্ন ঃ ঋতুবতী মেয়েরা কি কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে পারে? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন। — নাফীসাহ্ বেগম, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ এই মর্মে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে নিষেধাজ্ঞার কোনো সহীহ্ দলীল বর্ণিত হয়নি। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 'ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবকারী মহিলা কুরআন হতে কিছু পড়বেন' মর্মে হাদীসটি যয়ীফ। তাতে জনৈক রাবী মুহাম্মাদ বিন ফায্‌ল পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী। তার বিরুদ্ধে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে (তালখীসুল হাবীর ১/২৪০ পৃঃ)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এসেছে যে, 'বড় অপবিত্রতা (যাতে গোসল ফরয হয়) ব্যতীত রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কোনো বিষয় কুরআন পাঠ হতে বাধা প্রদান করত না'। এ হাদীসটিও যয়ীফ (তামামুল মিন্নাহ্ পৃষ্ঠা ১১৬)। ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা নকল করেছেন, 'অপবিত্র ব্যক্তির কুরআন পাঠে তিনি কোনো অপরাধ বা ভুল দেখছেন না' (সহীহুল বুখারী ৪৬২)।

অতএব কুরআন পাঠ, যিকর ও দুআতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কুরআন স্পর্শ করার বিষয়ে আ-লিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যারা বলছেন স্পর্শ করতে পারে তাঁরা এই মর্মে নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। ইবনু বায, স্বলিহ উসাইমীন প্রমুখ স্পর্শ না করার পক্ষে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন (মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু বায, ২৪/৩৪৮ পৃষ্ঠা)। সতর্কতা এতেই যে অপবিত্র মানুষ আল্ কুরআনকে স্পর্শ করবেনা। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

৩। প্রশ্ন ঃ কুরআন পাঠের সময় (তারতীব) ক্রমধারা রক্ষা করা কী আবশ্যক। স্বলাতে ক্রমধারা পরিবর্তন করে অগ্র পশচাত করে পড়া কি বৈধ? দলীল দেবেন। — আমীনুল হক, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ক্রমধারা রক্ষা করে পড়া অত্যাবশ্যক হওয়ার বিষয়ে কোনো দলীল নেই। অতএব তা সুন্নাত, ওয়াজিব কিছুই নয়। বরং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে অগ্র-পশচাৎ করে পড়া কথা সহীহ্ হাদীসে এসেছে। তিনি একদা স্বলাতে প্রথমে সূরা বাক্বারাহ্ পরে সূরাহ্ নিসা এবং তারপরে সূরাহ্ আলে ইমরাণ তিলাওয়াত করেন (সহীহ্ মুসলিম ৭৭২)। সহীহ্ বুখারীতে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, দুটি সূরাহ্ একত্রিত পড়া, সূরাহ্ শেষাংশ সমূহ পড়া অথবা সূরাহ্‌কে আগে পিছে করা কিংবা সূরাহ্‌র প্রথম হতে পড়া সবই জায়েয।

৪। প্রশ্ন ঃ চাশত্ এবং ইশরাক্ স্বলাত কি একই স্বলাত না অন্য কিছু। তার রাকাআত সংখ্যা কত ও কোন সময় পড়তে হবে, দয়া করে জানাবেন। — শামসুল আলাম, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ চাশ্ত, ইশরাক্ ও স্বলাতুয্ যুহা একই স্বলাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দু' রাকাআত পড়ার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন (সহীহুল বুখারী ১৯৮১)। স্বলাতুয্ যুহা (মানব শরীরেব) প্রতিটি সন্ধির জন্য সদক্বাহ্ করার জন্য যথেষ্ট (সহীহ্ মুসলিম ৭২০)। অপর বর্ণনা মতে, মানব শরীরে ৩৬০টি সন্ধি আছে এবং প্রতিটি সন্ধির জন্য সদকাহ্ করা উচিৎ (যাতে তা সচল থাকে)। চাশ্তের দু'রাকাআত সমস্ত সাদকাহ্র জন্য যথেষ্ট (সহীহ্ মুসলিম ১০০৭)।

সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত চাশ্তের সময়। চাশ্তের রাকাআত সংখ্যা কমপক্ষে দুই এবং অধিকতম আট রাকাআত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (সহীহ্ বুখারী ১৯৮১, সহীহ্ মুসলিম ৭১৯ এবং সহীহ্ বুখারী ৩৫৭)।

৫। প্রশ্ন ঃ জানাযাহ্র স্বলাতে কতগুলি তাকবীর দিতে হবে। তাকবীরে তাহ্রীমাহ্র পরে কি সানা পড়তে হবে? জানাযাহ্র স্বলাতে সালাম কয়টি? অনুগ্রহ করে উত্তর দিবেন — হারুনুর রশীদ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ জানাযাহ্তে চার ও পাঁচ তাকবীর প্রমাণিত (সহীহুল বুখারী ১৩৪০, সহীহ্ মুসলিম ৫৯৭)। তাকবীরে তাহ্রীমাহ্র পরেই সূরাহ্ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ্ পড়তে হবে। আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে তাকবীরের পরে সানা পড়ার কোনো প্রমাণ নেই (সহীহুল বুখারী ১৩৩৫)। ইবনু আবদিল বার বলেন, জুমহুর আহ্লি ইলম এক দিকে সালামের পক্ষে (আল্ ইসতিয্কার ৩/৩২)। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, ছ'জন সাহাবী হতে একদিকে সালাম ফেরানো প্রমাণিত। তাঁদের সময়ে এর বিরোধী কেউ ছিলেন বলে জানা নেই। অতএব তা সাহাবীদের 'ইজমা' (আল্ মুগনী ৩/৪১৮)। ইবনু বায বলেন, 'এটিই সুন্নাহ্, একটাই সালাম। এটিই রসূলের সাহাবীদের হতে প্রমাণিত যে ডান দিকে একটিই সালাম' (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব ১৪/১৯)। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ হতে শুধুমাত্র স্বলাতের মত সালাম ফেরানোর কথা বলা হয়েছে (বাইহাকী ৪৬৯৮৯)।

এর দ্বারা জানাযাতে সালাম ফেরাতে হবে, একথা যেমন বুঝা যায় আবার অন্যান্য স্বলাতের মত দু'দিকে সালাম ফেরানোর কথা ও বুঝা যায়। নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বললেও মূলত হাদীসটি যয়ীফ। কেননা হাদীসের রাবী হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে গেছিল এবং তিনি মুদাল্লিস রাবী 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইব্রাহীম নাখয়ী তিনিও 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। মুদাল্লিস রাবীর আন দ্বারা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব হাদীসটি যয়ীফ। সালাম শুধুমাত্র ডান দিকেই ফিরাতে হবে।

৬। প্রশ্ন ঃ বর্তমানে আমাদের যুব সম্প্রদায় মাথার নিচের দিক সম্পূর্ণ চুল কেটে ফেলছে আর উপরিভাগ ঝুড়ির মত রেখে দিচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এর সমাধান কি? — আব্দুস সালাম, শাহাজাদপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ এমনভাবে চুল কাটাকে ইসলামী পরিভাষায় কাযা বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এমন কর্তন হতে নিষেধ করেছেন (সহীহুল বুখারী ৫৯২১, সহীহ্ মুসলিম ২১২০)। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসের বর্ণনাতে নাফির উক্তি নকল করেছেন যে, 'মাথার কিছু অংশের চুল কাটা ও অন্য অংশের ছেড়ে দেওয়া।' অতএব মুসলিম যুবকদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১০.০৩.১৯ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা আমির শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব দারসে কুরআন পেশ করেন। তিনি সূরাহ্ মুহাম্মাদের শেষ আয়াতটির অর্থ ও ভাবার্থ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাদের ডাক দিয়ে বলেন, তোমরাই তো তারাই যাদেরকে তাঁর নির্ধারিত পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে। অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকে কৃপণতা করছে, যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। অর্থাৎ নিজেকেই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার পূণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। কিন্তু তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ কিন্তু অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা দানে বিমুখ হও তাহলে তিনি অন্য এমন কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা তোমাদের মতো কৃপণ হবেনা। আল্লাহ্ বান্দাদের দান করতে এই জন্য উৎসাহ দেন যার ফলে বান্দারা নিজেরাই তাদের উন্নতি সাধন করতে পারে এবং প্রতিটি মানুষ তাঁর অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। তাছাড়া দানের মাধ্যমে অন্য অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণ হয়। অতএব মানুষই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, প্রতিদিন সকাল বেলায় দুজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্ যারা দান-সাদকা করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা কৃপণতা অবলম্বন করে তাদের সম্পদ কমিয়ে দাও। কোনো লোক যদি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না, করেন তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তার পরিবর্তে এমন লোকেদের সেই জায়গায় নিয়োগ করবেন, যারা অনেক বেশি দায়িত্বশীল এবং আনুগত্যশীল। এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলা অন্যান্য জেলার সামনে সাংগঠনিক দিক থেকে পথ প্রদর্শক ছিল কিন্তু আমাদের যে কোনো দুর্বলতার কারণেই হোক না কেন আমরা বর্তমানে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। সম্ভবতঃ অহমিকা ও কিছুটা শয়তানের প্রবঞ্চনায় আমাদের এই পদস্খলনের কারণ বলে আনুমিত হয়। আর এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ''অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।''

অতএব আসুন আমরা আমাদের উপর আরোর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সক্রিয়তা প্রদর্শন করি। আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের আরো বেশি দায়িত্বশীল ও আনুগত্য হওয়ার তাওফীক দান করেন — আমীন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

২০১৯ সালে হজ্জ গমনেচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী ১৩ই এপ্রিল রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় একটি হজ্জ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। ইতি —

জেলা সম্পাদক

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই এপ্রিল -১৫ই মে)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ এপ্রিল	৩:৫৬	৫:১৪	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০০	৭:১৮
১৭	৩:৫৫	৫:১৩	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০০	৭:১৯
১৮	৩:৫৪	৫:১২	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০১	৭:২০
১৯	৩:৫৩	৫:১১	১১:৩৭	৩:০৪	৬:০১	৭:২০
২০	৩:৫২	৫:১১	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০১	৭:২১
২১	৩:৫১	৫:১০	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০২	৭:২১
২২	৩:৫০	৫:০৯	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০২	৭:২২
২৩	৩:৪৯	৫:০৮	১১:৩৬	৩:০৩	৬:০৩	৭:২৩
২৪	৩:৪৮	৫:০৭	১১:৩৬	৩:০৩	৬:০৩	৭:২৩
২৫	৩:৪৭	৫:০৬	১১:৩৫	৩:০৩	৬:০৪	৭:২৪
২৬	৩:৪৬	৫:০৬	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৪	৭:২৫
২৭	৩:৪৫	৫:০৫	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৫	৭:২৫
২৮	৩:৪৪	৫:০৪	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৫	৭:২৬
২৯	৩:৪৩	৫:০৩	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৬	৭:২৭
৩০	৩:৪২	৫:০৩	১১:৩৫	৩:০১	৬:০৬	৭:২৭
১লা মে	৩:৪১	৫:০২	১১:৩৫	৩:০১	৬:০৬	৭:২৮
২	৩:৪০	৫:০১	১১:৩৪	৩:০১	৬:০৭	৭:২৯
৩	৩:৩৯	৫:০০	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৭	৭:২৯
৪	৩:৩৯	৫:০০	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৮	৭:৩০
৫	৩:৩৮	৪:৫৯	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৮	৭:৩১
৬	৩:৩৭	৪:৫৯	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৯	৭:৩১
৭	৩:৩৬	৪:৫৮	১১:৩৪	২:৫৯	৬:০৯	৭:৩২
৮	৩:৩৫	৪:৫৭	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১০	৭:৩৩
৯	৩:৩৪	৪:৫৭	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১০	৭:৩৩
১০	৩:৩৪	৪:৫৬	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১১	৭:৩৪
১১	৩:৩৩	৪:৫৬	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১১	৭:৩৫
১২	৩:৩২	৪:৫৫	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১২	৭:৩৫
১৩	৩:৩১	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১২	৭:৩৬
১৪	৩:৩১	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৩	৭:৩৭
১৫	৩:৩০	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৩	৭:৩৭

মাসিক "সরল পথ" ৭ম বর্ষ • ১১তম সংখ্যা • রজব-শাবান - ১৪৪০ হিজরী • এপ্রিল - ২০১৯
Reg. No. RNI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2019-20

দামে কম, কাজে ফা টা ফা টি



অন টাইম্ গোল্ড চা

প্রতিটি ১০/- টাকার চা-এর প্যাকেটের সঙ্গে একটি স্টীল চামচ **ফ্রি**

অন টাইম্ সেন্ট যুক্ত সাদা ফিনাইল





অন টাইম্ বাটি সাবান



১ কেজি



৫০০ গ্রাম



অন টাইম্ পাওয়ার ফুল ডিটারজেন্ট পাওডার

প্রতিটি ৫০০ গ্রাম সার্ফ -এর সঙ্গে একটি স্টীল চামচ **ফ্রি**

সব পরিবার বলে তাই, অন টাইম্-কে সঙ্গে চাই।

এলাকা ভিত্তিক ব্যবসায়িক সূত্রে দ্রুত যোগাযোগ করুন।

S.R.S. ON TIME S. INDUSTRIES

Call : 7585052583, 7585052584, 7585052585, 7585052586

Email : srsontime@gmail.com, Website : www.srsontimecompany.com

Printed by : S.F. Printers, Beldanga
Mobile : 9434531957